# ত্রয়োদশ অধ্যায়

# দারিদ্র বিমোচন

*[সম্পদ পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতায় দারিদ্র মোকাবেলা সরকারের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। এ'যাবত বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশের আয়-দারিদ্র এবং মানব-দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে চরম দারিদ্রের হার ছিল ৪০.৪ শতাংশ যা ২০১০ এ নেমে দাঁড়িয়েছে ৩১.৫ শতাংশে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ২৫,৩৭১.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর আওতায়-বয়স্ক ভাতা, স্বামী পরিত্যক্ত দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীসহ বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। এছাড়াও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, ঘরে ফেরা, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে 'দারিদ্র ও ক্ষুধা' সংশ্লিষ্ট ১ নং এমডিজি অর্জনের পথে অগ্রগামী আছে। দারিদ্র বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বিভিন্ন ব্যাংক এবং NGO সংশ্লিষ্ট রয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুটি বিশেষায়িত ব্যাংকের ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ হয়েছে ২৪,৯১৯.০০ কোটি টাকা এবং আদায়ের অঙ্ক ২৪,৫২৬.০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের অঙ্ক ১০৯,১৪৯.৭২ কোটি টাকা ও ঋণ আদায়ের অঙ্ক ৯৮,০৯১.৪০ কোটি টাকা। দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।]*

## দারিদ্রের মাত্রা ও বাংলাদেশের অবস্থান

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশের দারিদ্রের গভীরতা ও তীব্রতা উভয়ই উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এদেশে দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত জনসংখ্যার হার বর্তমানে ৩১.৫ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের গবেষণামূলক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যে বিগত এক দশকে অর্থাৎ ২০০১-১০ মেয়াদে বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছে প্রায় দেড় কোটি। অথচ এর ঠিক আগের দশকে অর্থাৎ ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছিল মাত্র ২৩ লাখ। এ সফলতা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত দেশের সকল ধরণের নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন। দারিদ্র বিমোচন হচ্ছে এদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির গুরত্বপূর্ণ নির্দেশক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পেছনে সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম, বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগ এবং একই সাথে সামাজিক উদ্যোগের গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে দারিদ্র হ্রাস পাওয়ায় মানব উন্নয়ন সূচকেও লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচকে (HDI) বাংলাদেশ একধাপ এগিয়েছে। Human Development Report 2013 অনুযায়ী ২০১২ সালে বিশ্বের ১৮৭টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৬তম। উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী নিম্ন মানব উন্নয়ন সূচকের (HDI) তালিকাভুক্ত ১০৬টি দেশের মধ্যে Multi-Dimensional Poverty Index (MPI) এ বাংলাদেশের মান ছিল ০.২৯২ (নিম্ন মানের HDI), যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল (নিম্ন মানের HDI), পাকিস্তান (নিম্ন মানের HDI), ভারত (মধ্যম মানের HDI), ও শ্রীলংকার (মধ্যম মানের HDI) MPI মান ছিল যথাক্রমে ০.২১৭, ০.২৬৪, ০.২৮৩, ও ০.০২১।

বাংলাদেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ৬টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার অন্যতম লক্ষ্য ছিল দারিদ্র বিমোচন। এ উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহের ফলে বাংলাদেশ আয় ও মানব দারিদ্র দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। অন্ততঃ ২০১৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের ব্যাপারে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় সরকার কর্তৃক দ্বিতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশল পত্রের সময়োপযোগী সংশোধন (জাতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র-২, ২০০৯-২০১১: দিন বদলের পদক্ষেপ) করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি রুপকল্প হিসেবে "বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১)" শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করা হয়। এ রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১১-২০১৫

মেয়াদের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ দীর্ঘমেয়াদি রুপকল্প ও মধ্যমমেয়াদি কার্যক্রম হিসেবে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন তথা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা বর্তমানের ৩১.৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করা। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ কাঠামো সন্নিবেশ করা হয়েছে যেখানে ৩৫টি সূচক সম্বলিত ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে প্রথম প্রতিবেদন 'The First Implementation Review of the Sixth Five Year Plan' প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দারিদ্র নিরসনসহ আরো কতিপয় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বেশ সাফল্য লাভ করেছে।

### সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে অগ্রগতি

জাতিসংঘ ঘোষিত Millennium Development Goals (MDGs) এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র কমিয়ে আনা। UNDP- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যৌথভাবে "Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2012" শীর্ষক প্রকাশিত প্রতিবেদনে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে 'দারিদ্র ও ক্ষুধা' সংশ্লিষ্ট ১ নং এমডিজি অর্জনের পথে অগ্রগামী হয়েছে। ২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে দারিদ্র ২৯.০ শতাংশে নামিয়ে আনার বিপরীতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০ এর হিসাব অনুযায়ী ৩১.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। দারিদ্র সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি নিম্নলিখিত সারণিতে দেয়া হলঃ

**সারণি ১৩.১: একনজরে দারিদ্র সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের অগ্রগতি**

| উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং নির্দেশকসমূহ (সংশোধিত) | ভিত্তি বৎসর ১৯৯০-৯১ | বর্তমান অবস্থা | ২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা |
|---|---|---|---|
| লক্ষ্যমাত্রা ১: চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা দূরীকরণ | | | |
| লক্ষ্য ১কঃ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা | | | |
| ১.১ জাতীয় উচ্চ দারিদ্র রেখা এর নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা অংশ (২১২২ কি. ক্যাল.) | ৫৬.৬ | ৩১.৫ ২০১০ HIES | ২৯.০ |
| ১.২ দারিদ্র ব্যবধান অনুপাত | ১৭.০ | ৬.৫ ২০১০ HIES | ৮.০ |
| ১.৩ জাতীয় ভোগ এ দরিদ্রতম এক পঞ্চমাংশ জনগোষ্ঠী এর শতকরা অংশ | ৮.৭৬(২০০৫) | ৮.৮৫ HIES ২০১০ | প্রযোজ্য নয় |
| লক্ষ্য ১খঃ মহিলা ও যুবসমাজসহ সকলের জন্য পূর্ণকালীন ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক কাজ আহরণ | | | |
| ১.৫. মোট জনসংখ্যা ও কর্মসংস্থান এর শতকরা হার (১৫+) | ৪৮.৫ | ৫৯.৩ (LFS২০১০) | সকলের জন্য |
| লক্ষ্য ১গঃ ক্ষুধাক্লীষ্ট জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা | | | |
| ১.৮ পাঁচ বছরের কম বয়সী নিম্ন ওজনসম্পন্ন শিশুদের অবস্থা | ৬৬.০ | ৩৬.৪ (BDHS ২০১১) | ৩৩.০ |
| ১.৯ নূন্যতম খাদ্যশক্তি এর চেয়ে কম পরিমাণে গ্রহণকারী জনসংখ্যার হার | ২৮.০ | ১৯.৫ (HIES২০০৫) | ১৪.০ |

**উৎসঃ** বিবিএস, UNDP বাংলাদেশ, ২০১২ ।

### দারিদ্র নিরসন কৌশল কাঠামো

- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র নিরসনের জন্য গৃহীত কৌশলসমূহ হচ্ছেঃ
- দরিদ্র অঞ্চলে উপার্জনক্ষম লোকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি;
- কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং অকৃষি খাতে কর্মসৃজন;

- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও পুষ্টি খাতে সরকারি ব্যয়ে আঞ্চলিক বৈষম্যের বিষয়টির ওপর অধিক গুরুত্বারোপ;
- খাস জমি বিতরণ, সার, বীজ, সেচ, বিদ্যুৎ এবং গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদন সহায়ক বিষয়সমূহে দরিদ্রদের অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণ;
- দরিদ্রদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের ব্যবস্থা করা;
- শহরবাসী দরিদ্রদের জন্য নাগরিক সুবিধা প্রদান করা।

**বাংলাদেশে দারিদ্র পরিমাপ**

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey-HES) ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে পরিচালিত হয় এবং পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালনা করা হয় ২০১০ সালে। ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপে দেশের দারিদ্র পরিমাপের জন্য খাদ্য শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake-FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (Direct Calory Intake-FEI) পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। দারিদ্র পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র (Absolute Poverty) এবং ১৮০৫ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র (Hard Core Poverty) হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথমবারের মতো ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে ২০০০, ২০০৫ ও ২০১০ সালের জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র পরিমাপে খাদ্য-বহির্ভূত (Non Food) ভোগ্যপণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিবিএস কর্তৃক সর্বশেষ পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ এর তথ্য মূলতঃ এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

**দারিদ্রের গতিধারা**

২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে (উচ্চ দারিদ্র রেখা দ্বারা পরিমাপকৃত) আয় দারিদ্রের হার ৪৮.৯ শতাংশ থেকে ৪০.০ শতাংশে নেমে আসে। এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৩.৯ শতাংশ। তবে দারিদ্রের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক ৪.২ শতাংশ হারে)। অপরদিকে ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে আয় দারিদ্রের হার ৪০.০ থেকে ৩১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৪.৬৭ শতাংশ। এ সময়েও দারিদ্রের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক ৫.৫৯ শতাংশ হারে)। ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শহরাঞ্চলে পল্লী এলাকার তুলনায় দারিদ্রের গভীরতা (দারিদ্র ব্যবধান দ্বারা পরিমাপকৃত) বেশি হারে হ্রাস পেয়েছে ও তীব্রতা (দারিদ্র ব্যবধানে বর্গ দ্বারা পরিমাপকৃত) প্রায় সমহারে হ্রাস পেয়েছে।

**সারণি ১৩.২: আয়-দারিদ্রের গতিধারা**

| | ২০১০ | ২০০৫ | বার্ষিক পরিবর্তন (%) | ২০০০ | বার্ষিক পরিবর্তন (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **মাথা-গণনা সূচক** | | | | | |
| জাতীয় | ৩১.৫ | ৪০.০ | -৪.৬৭ | ৪৮.৯ | -৩.৯ |
| শহর | ২১.৩ | ২৮.৪ | -৫.৫৯ | ৩৫.২ | -৪.২ |
| পল্লী | ৩৫.২ | ৪৩.৮ | -৪.২৮ | ৫২.৩ | -৩.৫ |
| **দারিদ্র ব্যবধান** | | | | | |
| জাতীয় | ৬.৫ | ৯.০ | -৬.৩০ | ১২.৮ | -৬.৮০ |
| শহর | ৪.৩ | ৬.৫ | -৭.৯৩ | ৯.১ | -৬.৫১ |
| পল্লী | ৭.৪ | ৯.৮ | -৫.৪৬ | ১৩.৭ | -৬.৪৮ |
| **দারিদ্র ব্যবধানের বর্গ** | | | | | |
| জাতীয় | ২.০ | ২.৯ | -৭.১৬ | ৪.৬ | -৮.৮১ |
| শহর | ১.৩ | ২.১ | -৯.১৫ | ৩.৩ | -৮.৬৪ |
| পল্লী | ২.২ | ৩.১ | -৬.৬৩ | ৪.৯ | -৮.৭৫ |

**উৎসঃ** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০

### মাথা-গণনা অনুপাতে মৌলিক চাহিদা ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী বিভাগওয়ারি দারিদ্র প্রবণতা

মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভাগওয়ারি দারিদ্রের হার সারণি ১৩.৩-এ উপস্থাপন করা হলঃ

**সারণি ১৩.৩: মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে বিভাগওয়ারি দারিদ্রের হার (মাথা-গণনা অনুপাত)**

| জাতীয়/বিভাগ | ২০১০ | | | ২০০৫ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে | | | | | |
| | জাতীয় | পল্লী | শহর | জাতীয় | পল্লী | শহর |
| জাতীয় | ১৭.৬ | ২১.১ | ৭.৭ | ২৫.১ | ২৮.৬ | ১৪.৬ |
| বরিশাল | ২৬.৭ | ২৭.৩ | ২৪.২ | ৩৫.৬ | ৩৭.২ | ২৬.৪ |
| চট্টগ্রাম | ১৩.১ | ১৬.২ | ৪.০ | ১৬.১ | ১৮.৭ | ৮.১ |
| ঢাকা | ১৫.৬ | ২৩.৫ | ৩.৮ | ১৯.৯ | ২৬.১ | ৯.৬ |
| খুলনা | ১৫.৪ | ১৫.২ | ১৬.৪ | ৩১.৬ | ৩২.৭ | ২৭.৮ |
| রাজশাহী(পূর্বের) | ২১.৬ | ২২.৭ | ১৫.৬ | ৩৪.৫ | ৩৫.৬ | ২৮.৪ |
| রাজশাহী (নতুন) | ১৬.০ | ১৬.৪ | ১৪.৪ | | | |
| রংপুর | ২৭.৭ | ২৯.৪ | ১৭.২ | | | |
| সিলেট | ২০.৭ | ২৩.৫ | ৫.৫ | ২০.৮ | ২২.৩ | ১১.০ |
| | উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে | | | | | |
| জাতীয় | ৩১.৫ | ৩৫.২ | ২১.৩ | ৪০.০ | ৪৩.৮ | ২৮.৪ |
| বরিশাল | ৩৯.৪ | ৩৯.২ | ৩৯.৯ | ৫২.০ | ৫৪.১ | ৪০.৪ |
| চট্টগ্রাম | ২৬.২ | ৩১.০ | ১১.৮ | ৩৪.০ | ৩৬.০ | ২৭.৮ |
| ঢাকা | ৩০.৫ | ৩৮.৮ | ১৮.০ | ৩২.০ | ৩৯.০ | ২০.২ |
| খুলনা | ৩২.১ | ৩১.০ | ৩৫.৮ | ৪৫.৭ | ৪৬.৫ | ৪৩.২ |
| রাজশাহী(পূর্বের) | ৩৫.৭ | ৩৬.৬ | ৩০.৭ | ৫১.২ | ৫২.৩ | ৪৫.২ |
| রাজশাহী(নতুন) | ২৯.৭ | ২৯.০ | ৩২.৬ | | | |
| রংপুর | ৪২.৩ | ৪৪.৫ | ২৭.৯ | | | |
| সিলেট | ২৮.১ | ৩০.৫ | ১৫.০ | ৩৩.৮ | ৩৬.১ | ১৮.৬ |

**উৎসঃ** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০

উপরের সারণি হতে দেখা যায় যে, জাতীয় পর্যায়ে নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে যেখানে দেশের দারিদ্রের হার হলো ১৭.৬ শতাংশ সেখানে উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে তা দাঁড়ায় ৩১.৫ শতাংশ।

### জমির মালিকানা ভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা

সারণি ১৩.৪ এ জমির মালিকানার ভিত্তিতে (উচ্চ ও নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে সিবিএন পদ্ধতিতে) দারিদ্র প্রবণতা দেখানো হলঃ

**সারণি ১৩.৪: জমির মালিকানাভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা (%)**

| জমির আয়তন (একর) | ২০১০ | | | ২০০৫ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে | | | | | |
| | জাতীয় | পল্লী | শহর | জাতীয় | পল্লী | শহর |
| সকল | ১৭.৬ | ২১.১ | ৭.৬ | ২৫.১ | ২৮.৬ | ১৪.৬ |
| ভূমিহীন | ১৯.৮ | ৩৩.৮ | ৯.৯ | ২৫.২ | ৪৯.৩ | ১৭.৮ |
| <০.০৫ | ২৭.৮ | ৩৫.৯ | ১২.৩ | ৩৯.২ | ৪৭.৮ | ২৩.৭ |
| ০.০৫-০.৪৯ | ১৭.৭ | ২২.১ | ৫.৪ | ২৮.২ | ৩৩.৩ | ১১.৪ |
| ০.৫০-১.৪৯ | ১৩.৩ | ১৫.২ | ২.৪ | ২০.৮ | ২২.৮ | ৯.১ |
| ১.৫০-২.৪৯ | ৭.৬ | ৮.৬ | ১.৮ | ১১.২ | ১২.৮ | ২.৭ |
| ২.৫০-৭.৪৯ | ৪.১ | ৪.৩ | ২.৭ | ৭.০ | ৭.৭ | ৩.০ |
| ৭.৫০+ | ৩.৭ | ৪.২ | ০ | ১.৭ | ২.০ | ০.০ |
| | উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে | | | | | |
| সকল | ৩১.৫ | ৩৫.২ | ২১.৩ | ৪০.০ | ৪৩.৮ | ২৮.৪ |
| ভূমিহীন | ৩৫.৪ | ৪৭.৫ | ২৬.৯ | ৪৬.৩ | ৬৬.৬ | ৪০.১ |
| <০.০৫ | ৪৫.১ | ৫৩.১ | ২৯.৯ | ৫৬.৪ | ৬৫.৭ | ৩৯.৭ |
| ০.০৫-০.৪৯ | ৩৩.৩ | ৩৮.৮ | ১৭.৪ | ৪৪.৯ | ৫০.৭ | ২৫.৭ |
| ০.৫০-১.৪৯ | ২৫.৩ | ২৭.৭ | ১২.১ | ৩৪.৩ | ৩৭.১ | ১৭.৪ |
| ১.৫০-২.৪৯ | ১৪.৪ | ১৫.৭ | ৬.৬ | ২২.৯ | ২৫.৬ | ৮.৮ |
| ২.৫০-৭.৪৯ | ১০.৮ | ১১.৬ | ৫.৫ | ১৫.৪ | ১৭.৪ | ৪.২ |
| ৭.৫০+ | ৮.০ | ৭.১ | ১৪.৬ | ৩.১ | ৩.৬ | ০.০ |

**উৎস:** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০

২০১০ সালে উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র পরিমাপে দেখা যায় যে, জনসংখ্যার ৩৫.৪ শতাংশ ভূমিহীন, ৪৫.১ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নীচে, ৩৩.৩ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর, ২৫.৩ শতাংশের ০.৫০-১.৪৯ একর, ১৪.৪ শতাংশের ১.৫-২.৪৯ একর, ১০.৮ শতাংশের ২.৫-৭.৪৯ একর এবং ৮.০ শতাংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর বা তার উর্ধ্বে। এছাড়া, মাথা গণনা অনুপাতে নিম্ন দারিদ্র রেখার ক্ষেত্রে দারিদ্র পরিমাপে লক্ষ্যণীয় যে, ২৭.৮ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.৫ একরের নীচে, ১৭.৭ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর, ১৩.৩ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.৫০-১.৪৯ একর, ৭.৬ শতাংশের জমির পরিমাণ ১.৫-২.৪৯ একর, ৪.১ শতাংশের জমির পরিমাণ ২.৫০-৭.৪৯ একর এবং ৩.৭ শতাংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর বা তার উর্ধ্বে। দেখা যায় যে, ভূমিহীন ও নগণ্য পরিমাণ ভূমির অধিকারী জনসংখ্যার হার বেশী। সুতরাং দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে হলে ভূমিহীন প্রান্তিক চাষীদের ভাগ্যোন্নয়ন প্রয়োজন।

### মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয়

ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয়ের পার্থক্য এই যে, ব্যয় স্থায়ী জিনিসপত্র ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা ভোগ-ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয় সারণি ১৩.৫ তে উপস্থাপন করা হলঃ

**সারণি ১৩.৫ : মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় পরিস্থিতি**

| জরিপ বৎসর | অঞ্চল | মাসিক গড় (টাকা) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | আয় | ব্যয় | ভোগব্যয় |
| ২০১০ | জাতীয় | ১১৪৮০ | ১১২০০ | ১১,০০৩ |
| | পল্লী | ৯৬৪৮ | ৯৬১২ | ৯৪৩৬ |
| | শহর | ১৬৪৭৭ | ১৫৫৩১ | ১৫২৭৬ |
| ২০০৫ | জাতীয় | ৭২০৩ | ৬১৩৪ | ৫৯৬৪ |
| | পল্লী | ৬০৯৬ | ৫৩১৯ | ৫১৬৫ |
| | শহর | ১০৪৬৩ | ৮৫৩৩ | ৮৩১৫ |
| ২০০০ | জাতীয় | ৫৮৪২ | ৪৮৮৬ | ৪৫৪২ |
| | পল্লী | ৪৮১৬ | ৪২৫৭ | ৩৮৭৯ |
| | শহর | ৯৮৭৮ | ৭৩৬০ | ৭১৪৯ |
| ১৯৯৫-৯৬ | জাতীয় | ৪৩৬৬ | ৪০৯০ | ৪০২৬ |
| | পল্লী | ৩৬৫৮ | ৩৪৭৩ | ৩৪২৬ |
| | শহর | ৭৯৭৩ | ৭২৭৪ | ৭০৮৪ |

**উৎসঃ** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০

সারণি ১৩.৫ এ লক্ষ্য করা যায় যে, খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয় ক্রমবর্ধমান। ২০১০ সালে খানার মাসিক নামিক আয় জাতীয় পর্যায়ে ১১,৪৮০ টাকা হলেও পল্লী এলাকায় তা ৯,৬৪৮ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ১৬,৪৭৭ টাকা। অন্যদিকে, ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ের খানার মাসিক নামিক আয় ছিল ৭,২০৩ টাকা, যা ২০১০ সালে ৫৯.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০০০ সালের তুলনায় তা ২৩.৩ শতাংশ বেশী। ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে গড় মাসিক ব্যয় অনুমিত হয়েছিল ১১,২০০ টাকা, যা পল্লী অঞ্চলে ছিল ৯,৬০৮ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ছিল ১৫,৫৩১ টাকা। ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে, পল্লী অঞ্চলে, এবং শহরাঞ্চলে তা পর্যায়ক্রমিকভাবে ৬.১৩৪ টাকা, ৫,৩১৯ টাকা এবং ৮,৫৩৩ টাকা ছিল। ২০১০ সালে খানার মাসিক নামিক ব্যয় ২০০৫ এর তুলনায় ৮২.৫৯ শতাংশ এবং ২০০০ সালের তুলনায় ২৫.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১০ সালে খানার মাথাপিছু মাসিক নামিক ভোগব্যয় জাতীয় পর্যায়ে ১১,০০৩ টাকা, পল্লী এলাকায় তা ৯,৪৩৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ১৫,২৭৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে, পল্লী অঞ্চলে, এবং শহরাঞ্চলে তা যথাক্রমে ৫,৯৬৪ টাকা, ৫,১৬৫ টাকা এবং ১৫,২৭৬ টাকা ছিল। মাসিক গড় ভোগ ব্যয় ২০১০ সালে ২০০৫ সালের তুলনায় ৮৪.৫ শতাংশ এবং ২০০০ সালের তুলনায় ৩১.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

### জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন এবং জিনি অনুপাত

২০০৫ এবং ২০১০ সালে পরিচালিত জরিপে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৬ এ উপস্থাপন করা হলঃ

**সারণি ১৩.৬: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত**

| পরিবার গ্রুপ | ২০১০ | | | ২০০৫ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | পল্লী | শহর | মোট | পল্লী | শহর |
| জাতীয় পর্যায় | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ |
| সর্বনিম্ন ৫% | ০.৭৮ | ০.৮৮ | ০.৭৬ | ০.৭৭ | ০.৮৮ | ০.৬৭ |
| ডিসাইল-১ | ২.০০ | ২.২৩ | ১.৯৮ | ২.০০ | ২.২৫ | ১.৮০ |
| ডিসাইল -২ | ৩.২২ | ৩.৫৩ | ৩.০৯ | ৩.২৬ | ৩.৬৩ | ৩.০২ |
| ডিসাইল -৩ | ৪.১০ | ৪.৪৯ | ৩.৯৫ | ৪.১০ | ৪.৫৪ | ৩.৮৭ |
| ডিসাইল -৪ | ৫.০০ | ৫.৪৩ | ৫.০১ | ৫.০০ | ৫.৪২ | ৪.৬১ |
| ডিসাইল -৫ | ৬.০১ | ৬.৪৩ | ৬.৩১ | ৫.৯৬ | ৬.৪৩ | ৫.৬৬ |
| ডিসাইল -৬ | ৭.৩২ | ৭.৬৫ | ৭.৬৪ | ৭.১৭ | ৭.৬৩ | ৬.৭৮ |
| ডিসাইল -৭ | ৯.০৬ | ৯.৩১ | ৯.৩০ | ৮.৭৩ | ৯.২৭ | ৮.৫৩ |
| ডিসাইল -৮ | ১১.৫০ | ১১.৫০ | ১১.৮৭ | ১১.০৬ | ১১.৪৯ | ১০.১৮ |
| ডিসাইল -৯ | ১৫.৯৪ | ১৫.৫৪ | ১৬.০৮ | ১৫.০৭ | ১৫.৪৩ | ১৪.৪৮ |
| ডিসাইল -১০ | ৩৫.৮৪ | ৩৩.৮৯ | ৩৪.৭৭ | ৩৭.৬৪ | ৩৩.৯২ | ৪১.০৮ |
| সর্বোচ্চ ৫% | ২৪.৬১ | ২২.৯৩ | ২৩.৩৯ | ২৬.৯৩ | ২৩.০৩ | ৩০.৩৭ |
| জিনি অনুপাত | ০.৪৫৮ | ০.৪৩০ | ০.৪৫২ | ০.৪৬৭ | ০.৪২৮ | ০.৪৯৭ |

**উৎসঃ** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০।

সারণি ১৩.৬ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ডিসাইল-২ ও ডিসাইল-১০ ভুক্ত পরিবারগুলোর জাতীয় পর্যায়ে আয় ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে হ্রাস পেয়েছে। ডিসাইল-১,৩, ও ৪ স্থির রয়েছে। অন্যদিকে ডিসাইল-৫ থেকে ডিসাইল-৯ ভুক্ত পরিবারগুলোর আয় ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ২০১০ ও ২০০৫ সালে প্রায় স্থির রয়েছে। (২০১০ সালে ০.৭৮ ও ২০০৫ সালে ০.৭৭ শতাংশ)। অবশ্য একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশের আয়ও (২৬.৯৩ শতাংশ থেকে ২৪.১ শতাংশে) হ্রাস পেয়েছে। সর্বোপরি জিনি অনুপাত ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে হ্রাস পেয়েছে যা সমাজের বৈষম্য হ্রাসের ইংগিত বহন করে।

## দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত কার্যক্রম

### সামাজিক নিরাপত্তা

দারিদ্র হ্রাসে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্জিত গতিশীলতা এবং হত-দরিদ্রদের জন্য টেকসই নিরাপত্তা বেষ্টনির মাধ্যমে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ ছাড়াও সরকার উদ্ভাবিত-একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ, গৃহায়ণ, আদর্শ গ্রাম, গুচ্ছ গ্রাম, ঘরে ফেরা প্রভৃতি কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ছাড়া বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা এবং সেই সঞ্চয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান অভিজ্ঞতার নিরিখে বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে ২০১৮ সালের মধ্যে পেনশন ব্যবস্থা প্রচলন এবং ২০২১ সালে সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি জাতীয় পেনশন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২৫,৩৭১.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। টেকসই দারিদ্র বিমোচনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং রূপকল্প ২০২১ ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে নীতি ও কৌশল নির্ধারণপূর্বক একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (National Social Protection Strategy) প্রণয়নের কাজ চলছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছেঃ

বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা হিসেবে নগদ প্রদান ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) বিবেচনায় রেখে দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে ২৫৩৭১.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নগদ প্রদান হিসেবে বয়স্ক ভাতা বাবদ ৯৮০.১০ কোটি টাকা, স্বামী পরিত্যক্তা দু:স্থ মহিলাদের জন্য ৩৬৪.৩২ কোটি টাকা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ৩৬০.০০ কোটি টাকাসহ আরো ১৩টি কার্যক্রমের অনুকূলে নগদ ভাতা প্রদানের জন্য মোট ৮৯৮৯.০২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল বাবদ ২০০.০০ কোটি টাকা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মহিলাদের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বাবদ ৪১.১৯ কোটি টাকা, ন্যাশনাল সার্ভিসের জন্য ২৩৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF), সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (SDF) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্র ঋণ ও বিনিয়োগ তহবিলসমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে PKSF ও SDF এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাবদ বরাদ্দ যথাক্রমে ৫০.০০ কোটি টাকা ও ২৯৮.৫০ কোটি টাকা।

সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য নিবাসীদের খোরাকি ভাতা বাবদ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩০.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রেশন বাবদ ২২.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া, দুর্যোগ অনুদান হিসেবে থোক বরাদ্দ ১০০.০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

সরকারের রাজস্ব কার্যক্রম অব্যাহত এবং জোরদার করার প্রয়োজনে বিশ্বব্যাংক এবং এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের বিশেষ বাজেট সহায়তা (Budget Support) গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র বিমোচনের জন্য উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহসহ আরো কতিপয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে নিম্নলিখিত কার্যক্রমের অনুকূলে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ

**সারণি ১৩.৭: সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত**

(কোটি টাকায়)

| কার্যক্রম | বাজেট (২০১২-১৩) (সংশোধিত) | বাজেট (২০১৩-১৪) |
|---|---|---|
| নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা) ও অন্যান্য কার্যক্রম | ৭৭০৫.১৪ | ৯০৮০.৬৮ |
| নগদ প্রদান (বিশেষ) কার্যক্রমঃ সামাজিক ক্ষমতায়ন | ৫৯.১২ | ৭৬.১৫ |
| খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহঃ সামাজিক নিরাপত্তা | ৭০৭২.৫৫ | ৬৯৯৮.০৮ |
| ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি | ৩৪২.৭০ | ৩৪৯.৫০ |
| বিভিন্ন তহবিল | ৩১৯২.৯৬ | ৪৩২৬.৩৫ |

**উৎসঃ** অর্থ বিভাগ

### সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম

২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে বিভিন্ন ভাতা বাবদ ৯০৮০.৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

**বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিঃ** বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত, অবহেলিত, আর্থিক দৈন্যে জর্জরিত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৯৮০.১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এ বরাদ্দের আওতায় মাসিক ৩০০/-

টাকা হারে ২৭ লক্ষ ২২ হাজার ৫০০ জন ভাতাভোগীকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ৭৩৫.০৭৫ কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে ছাড় করা হয়েছে।

**অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা ও শিক্ষা:** সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৬০০ জন। মাসিক ৩৫০ টাকা হারে বাৎসরিক মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১৩২.১৩ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ছাড় করা হয়েছে ৯৯.১০ কোটি টাকা। এছাড়া প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ২০০৭-০৮ অর্থবছর হতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০ হাজার ৪৮২ জন এবং মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৯.৭০ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ছাড় করা হয়েছে ৭.২৮ কোটি টাকা।

**বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রমঃ** গ্রামের দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিত মহিলা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিধবাদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে চালু করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ১২ হাজার জন। মাসিক ৩০০ টাকা হারে বাৎসরিক মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৩৬৪.৩২ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ছাড় করা হয়েছে ২৭৩.২৪ কোটি টাকা।

**প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি:** ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১০.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশব্যাপী প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী মাঠপর্যায়ে গত ১ জুন ২০১৩ থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে গত ১৪ নভেম্বর ২০১৩ দেশের সবক'টি জেলায় তথ্য সংগ্রহের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ৫৫০ টি উপজেলা/ইউসিডি'র অধীন ৫০৮৩ টি ইউনিট (ইউনিয়ন/সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ওয়ার্ড) এর সবক'টিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১৫ লক্ষ ৯০ হাজার ৭৩৩ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জরিপের আওতায় এসেছে। পাইলট পর্যায়ে প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ মোট প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫ জন।

**দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা:** এ কর্মসূচির ২০১৩-১৪ অর্থবছরের লক্ষ্য অনুযায়ী নির্বাচিত ১.১৬ লক্ষ জন ভাতাভোগী মাকে মাসিক ৩৫০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং অন্যান্য বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মা'দের দারিদ্র হ্রাস এবং মা ও শিশুর পুষ্টি উপাদান গ্রহণ বৃদ্ধি করা হবে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য এ বাবদ ৪৮.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ১,২৮,০০০ জন দরিদ্র মা'কে এ ভাতার আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে । ২০০৯-১৩ সাল পর্যন্ত মোট ২,৪৯,২০০ জন দুঃস্থ মহিলাকে এ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

**কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলঃ** শহর অঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মা'দের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তান বা নবজাতক শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১০-১১ অর্থবছর হতে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়। ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর গার্মেন্টস এলাকায় অবস্থিত কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মা এবং ৬৪ জেলা সদরে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মা'দের মাসিক ৪০০/- টাকা হারে ২৪ মাস ব্যাপী মোট ৮৫,৮০২ জন দরিদ্র মা'কে এ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১০-১৩ সাল পর্যন্ত মোট ১,৫৫,২২৫ জন দুঃস্থ মহিলাকে এ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

**মুক্তিযোদ্ধা সন্মানী ভাতা:** এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে গত অর্থবছরের মতই ২ লক্ষ জন মুক্তিযোদ্ধার জন্য মাসিক ২,০০০ টাকা হারে মোট ৩৬০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

**মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিঃ** এ কর্মসূচির লক্ষ্য মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একক বা যৌথভাবে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং সে দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান করা। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত এ কর্মসূচির অনুকূলে ৫০.৮৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয় যার বিপরীতে ৩০.৭১ কোটি টাকা আদায় করা হয় এবং আদায়ের শতকরা হার ৬০.৩৬ ভাগ।

## খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি

**কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচিঃ** গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫০ লক্ষ জনমাসের জন্য ১,৪৫৬.৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

**ভিজিডিঃ** এই কর্মসূচির জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ করা হয়েছে ৮৮৯.২০ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭,৫০,০০০ জন উপকারভোগীকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি খাদ্য সহায়তাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

**খাদ্য ও জীবিকার নিরাপত্তা প্রকল্পঃ** উত্তর বঙ্গের তিনটি জেলার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবনমানের উন্নয়নের নিমিত্ত মোট ২২৩.৩৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে তিন বছর মেয়াদে (জুলাই-২০১১ হতে জুন-২০১৪) প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পটির অনুকূলে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৯৫.৯৫ কোটি টাকা। প্রকল্পটির উপকারভোগী ৮০,০০০ জন অতি দরিদ্র নারী। প্রকল্পটি নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ২২টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

**ভিজিএফ এবং গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টেষ্ট/রিলিফ-টিআর)ঃ** খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮৫ লক্ষ জনমাসের জন্য ১,৩২৬.৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। টিআর কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩৯ লক্ষ জনমাসের জন্য ১,২৯১.৯৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

## সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প

দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাসের জন্য খাতভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্যান্য পদক্ষেপের সংগে বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন তহবিল কার্যক্রমের অধীনে চলমান কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান, ন্যাশনাল সার্ভিস, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান। উক্ত কর্মসূচিসমূহের অনুকূলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ১৬৫১.৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

## আশ্রয়ণ-২ (দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। ১৯৯৭-০২ পর্যন্ত সময়ে ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ হাজার পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন করা হয়। আশ্রয়ণ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০০২-ডিসেম্বর ২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেজ-২) গ্রহণ করা হয় ও ডিসেম্বর ২০১০ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৮,৬৫০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন ছিন্নমূল দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে জুলাই ২০১০-জুন ২০১৪ মেয়াদে ৫৯৩.৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ সাপেক্ষ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ২,৪০০ টি পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ৫৫১.১০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

## ঘরে ফেরা

ঢাকায় বস্তিতে মানবেতর জীবনযাপনকারী ছিন্নমূল অসহায় মানুষদের নিজ এলাকায় স্বস্তিকর পরিবেশে বাসগৃহে প্রত্যাবাসন ও কর্মসংস্থান এবং নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ২০১০ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে বাস্তবায়নকল্পে ১০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দে ঘরে ফেরা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং ৫.০০ কোটি ছাড় করা হয়। সরকার প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকা হতে মার্চ ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ৬,১২৪ টি বস্তিবাসী পরিবারের মধ্যে জরিপ কাজ সম্পন্ন করে মোট ৭৩৭টি বস্তিবাসী পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ২.৭২ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুরী পত্র দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে ৭০৪টি বস্তিবাসী পরিবারকে (নূন্যতম ১,৪০৮ উপকারভোগীকে) ২.৫৫ কোটি টাকা জামানত ও সুদবিহীন ঋণ বিতরণের মাধ্যমে নিজ গ্রামে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

**মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ**

এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ দু:স্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। জাতীয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৬৪টি জেলার আওতাধীন ৪৭৩টি উপজেলায় ৩৬.৬৩ কোটি টাকা ঋণ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে উক্ত বরাদ্দ হতে জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ৮৭.৫৫ কোটি টাকা যা ৯৮,৭১৭ জন মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৫৯.৮৭ কোটি টাকা। মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ পর্যন্ত জাতীয় মহিলা সংস্থার অনুকুলে ২১.৫০ কোটি টাকা (আবর্তক) বরাদ্দ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত অর্থ ঘুর্ণায়মান আকারে সংস্থার ৫০ উপজেলা এবং ৫৮ সদর উপজেলা শাখা নিয়ে মোট ১০৮ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে মাথাপিছু ৫ হাজার টাকা থেকে ১৫ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

এ ছাড়া, দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি-এর আওতায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে অনুন্নয়ন খাতে গৃহীত ''ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান'' শীর্ষক কার্যক্রমের অনুকূলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

**২০১৩-১৪ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে গৃহীত দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য নতুন প্রকল্পে বরাদ্দ**

ভূমিহীন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ-বরাদ্দ ২২৭.৯৭ কোটি টাকা;
ম্যাটারনাল চাইল্ড, রিপ্রোডাকটিভ এন্ড অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ-বরাদ্দ ১২৫.০০ কোটি টাকা;
খাদ্য ও জীবিকা নিরাপত্তা প্রকল্প-বরাদ্দ- ৮১.৪৪ কোটি টাকা;
কমিউনিটি বেজড হেলথ কেয়ার-বরাদ্দ- ৭৮.৫০ কোটি টাকা; এবং
বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকায় এবং অন্যান্য জলাশয়ে সমন্বিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন-বরাদ্দ ২৬.০০ কোটি টাকা।

**গৃহায়ণ তহবিল**

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহায়ণ তথা দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ১৯৯৭-৯৮ সালে গৃহায়ন তহবিল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত এ তহবিলের অনুকূলে সরকার প্রদত্ত ২৯৮.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে দরিদ্র ও অসচ্ছল জনগোষ্ঠীর অনুকূলে গৃহ নির্মাণ বাবদ এ পর্যন্ত ১৬০.৫০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের অনুকূলে ১০.৮৪ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এ তহবিল দ্বারা এ পর্যন্ত ২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯৩০ জন উপকৃত হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহ নির্মাণের জন্য এ কর্মসূচিতে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত মোট ২৬১.৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১৬৭.০১ কোটি টাকা ছাড় এবং ৫৭,৫৮৬ টি গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সারা দেশে মোট ৫২৩ টি এনজিও ৬৪টি জেলার ৪৫০টি উপজেলায় গৃহায়ণ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ পর্যন্ত ছাড়কৃত ঋণের বিপরীতে আদায়যোগ্য মোট ১২৭.০৬ কোটি টাকার মধ্যে ১০৯.৮৬ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। মোট আদায়যোগ্য ঋণের তুলনায় আদায় হার শতকরা ৮৮.৪৬ ভাগ। দেশের হতদরিদ্র মহিলা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য গৃহায়ণ তহবিলের অর্থায়ণে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২৪.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে সাভার উপজেলার আশুলিয়া মৌজায় একটি মহিলা হোস্টেল নির্মিত হতে যাচ্ছে যাতে ৭৪৪ জন মহিলা শ্রমিকের আবাসন সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে।

**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম**

বর্তমান সরকার ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী ও শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে নারীর দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে মন্ত্রণালয় নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে ২০১৫ সালের মধ্যে সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে শতকরা ২৫ ভাগ এবং ২০২১ সালের

মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ মহিলার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। এ উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন ও কর্ম সুযোগ সংক্রান্ত সকল প্রকল্প পুনর্বিন্যাস করা হচ্ছে। উন্নয়ন প্রকল্প জেন্ডার সংবেদনশীল করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও পর্যালোচনা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৫টি এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আওতায় বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

**দারিদ্র বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম**

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি ২০০১ এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী একটি স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। দারিদ্র ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনাভূক্ত কর্মসূচিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এর মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচন, পল্লীর জনগণের সার্বিক উন্নয়নসহ আত্ম-নির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম জোরদারকরণ, তথ্য প্রযুক্তি প্রসার, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ, গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, আয়বর্ধক কর্মকান্ডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও গ্রামীণ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দেশের সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমও পরিচালিত হচ্ছে। একই সাথে ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণার বাস্তবায়ন, কৃষি উন্নয়ন, গ্রামীণ অকৃষি খাতের উন্নয়ন, কৃষিতে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার ও পরিবেশ উন্নয়ন, অনগ্রসর অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ বিভাগ থেকে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

**একটি বাড়ি একটি খামার**

সরকার প্রতিটি বাড়িকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ''একটি বাড়ি একটি খামার'' প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। বাংলাদেশে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ প্রকল্পের মূল উপকারভোগী। ভূমিহীন অর্থাৎ শূন্য হতে সর্বোচ্চ ৫০ শতক জমির মালিক, চরাঞ্চল/অনগ্রসর এলাকায় সর্বোচ্চ ১.০০ একর জমির মালিক, সর্বোপরি দরিদ্র বলে সর্বজনস্বীকৃত মানুষকে এ প্রকল্পের আওতায় এনে তাদের জীবিকায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য। এ পর্যন্ত ১,৪৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ১,৯৩২টি ইউনিয়নের ১৭,৩৮৮টি গ্রামে মোট ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার টি পরিবার অর্থাৎ প্রায় ৫০ লক্ষ দরিদ্র লোককে এ প্রকল্পের আওতায় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তাদের সমন্বিত তহবিল এখন ১,৩৫২ কোটি টাকা যার মধ্যে তাদের নিজস্ব সঞ্চয় ৩৭৫ কোটি টাকা, সরকার প্রদত্ত বোনাস ৩৫৫ কোটি টাকা এবং অতিরিক্ত প্রতিটি গ্রাম সংগঠনকে প্রদত্ত ঘূর্ণায়মান তহবিলের পরিমাণ ৬২২ কোটি টাকা। সে লক্ষ্য অর্জনে ইতোমধ্যে ১,১৪,০০০ জন উপকারভোগীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত ৪৬,২০০ টি নার্সারি, ৯৭,১০০ টি মৎস্য, ১,৮৭,৩০০ টি পশুপালন, ৫০,৩০০ টি সবজি বাগান ও ১,২৬,৮০০ টি অন্যান্য খামারসহ মোট ৬.৯২ লক্ষ আয়বর্ধক পারিবারিক কৃষি ও অকৃষি খামার গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে বিনিয়োগের পরিমাণ ৯১৫ কোটি টাকা। বিনিয়োগকৃত এ অর্থ প্রকল্পভুক্ত পরিবারের গড়ে বাৎসরিক ১০,৯২১ টাকা আয় বৃদ্ধি করেছে।

সাফল্যের ধারাবাহিকতায় প্রকল্পটি দেশের ৪৮৫টি উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে মোট ৪০,৫২৭ টি গ্রামে সম্প্রসারণের জন্য ৩,১৬২ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করে দ্বিতীয়বার সংশোধিত করে জুন ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। সংশোধিত ও সম্প্রসারিত এ প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে ৩০,০০০ গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৮ টি জেলায় অনলাইন ব্যাংকিং শুরু করা হয়েছে এবং এ তারিখ পর্যন্ত ৩৯৯ কোটি টাকা অনলাইনে লেনদেন হয়েছে। অ্যাকাউন্ট হয়েছে ১০ লক্ষ ২০ হাজার। অনলাইন

লেনদেনের মোট সংখ্যা ৪২,৫৯,৪২৯টি এবং ঋণ মঞ্জুর-এর সংখ্যা ২,৪৬,৮৫৮টি। দেশের ব্যাপক দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অনলাইন ব্যাংকিং-এ সম্পৃক্ত করে তাদের পুঁজিগঠন ও জীবিকায়নের মধ্য দিয়ে দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার জন্য অতি সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল ফেয়ারে সাউথ এশিয়া ও এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ৩৬টি দেশের ১৬৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প এওয়ার্ড-২০১৩ অর্জন করেছে।

**সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-২য় পর্যায়**

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য গ্রামের সকল শ্রেণী ও পেশার জনগোষ্ঠীকে একক সমবায় সংগঠনের আওতায় এনে তাঁদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করা। ১৯৯৯-০৪ পর্যন্ত সময়ে সিভিডিপি পল্লী উন্নয়ন মডেল হিসেবে রূপ লাভ করে। এর ধারাবাহিক সফলতার প্রেক্ষিতে পাইলট স্কিম হিসেবে দেশের ১৯টি জেলার ২১টি উপজেলায় ১,৫৭৫ গ্রামে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রকল্পের সাফল্যের কারণে বর্তমান সরকার প্রকল্পের ২য় পর্যায় অনুমোদন করেছে। দেশের ৬৪ টি জেলার ৬৬ টি উপজেলায় ৪,২৭৫ টি গ্রামে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ৪,২৭৫ টি সমিতি গঠিত এবং ৪,২৩০ টি সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে। এ সময় পর্যন্ত ৩,৫৮,৫৫৮ টি পরিবারকে সিভিডিপি সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়েছে এবং ৫,২১,০৩৮ জনকে সমিতির সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। পুঁজি গঠিত হয়েছে ৮৯.৭৫ কোটি টাকা, প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ১,৬০,১৪০ জন, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ১,১১,০৪৯ জনের এবং সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে সমবায়ীদেরকে প্রায় ১৪৯.৮৩ কোটি ঋণ সহায়তা দেয়া হয়েছে ।

**ইকনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্প**

২০১৫ সালের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশের মোট ১০.০০ লক্ষ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের চর, হাওড়-বাওড়, জলাবদ্ধ এলাকা, সমুদ্র উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা এবং কাজের সংস্থান হয়না এমন মৌসুমে অতিদারিদ্র পীড়িত অঞ্চল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগতভাবে বঞ্চিত পার্বত্যাঞ্চলের আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে মোট ৮৮৭.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৩৩ টি পার্টনার এনজিও ৩০টি জেলায় ১২০ টি উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় ২,৬০,৭৭৪ জন সুবিধাভোগী পরিবার নির্বাচন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৬৬ টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং ৪৮টি সমিতির নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। শহর ও গ্রাম অঞ্চলের অতিদরিদ্র মানুষের অবস্থার উন্নয়নে এ প্রকল্প ফলপ্রসূ অবদান রাখছে। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৪৮.৭৬ কোটি টাকা। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ১৩১.২৩ কোটি টাকার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩৬.৯৩ কোটি টাকা ।

**চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) প্রকল্প -২য় পর্যায়**

চর এলাকা ও বিভিন্ন পশ্চাৎপদ এলাকায় বসবাসরত দারিদ্র বিমোচনে ''চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি)'' শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া এবং সিরাজগঞ্জ জেলার ২৮টি উপজেলার মোট ১৫০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের আওতায় চরাঞ্চলের ৫৫ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের ২.৫ লক্ষ হতদরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষ সুবিধা পেয়েছে এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। প্রকল্পটি সফল বাস্তবায়নের ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৮৩৭.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ''চর জীবিকায়ন কর্মসূচি''- দ্বিতীয় পর্যায় (১ম সংশোধিত) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুলাই,২০১১ থেকে ডিসেম্বর,২০১৬ মেয়াদে ''চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় চর এলাকায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত ৬৭,০০০টি পরিবারকে সম্পদ হস্তান্তরের লক্ষ্যমাত্রায় ৫৭,২০৯ টি পরিবারের সম্পদ বিতরণের মাধ্যমে জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৬১ টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনায় ৩,৭৮১টি শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করছে, ২২,১০০টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে ১২,৫০,৪২৪ জন চরবাসীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং ৬৭,০০০ টি বসতভিটা উঁচুকরণের লক্ষ্যমাত্রায় ৪৮,২৯৪টি বসতভিটা উচুঁকরণের মাধ্যমে উক্ত পরিবারগুলোকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান, নিরাপদ পানির জন্য ১০,২৬৪ টি টিউবওয়েল এবং পয়ঃনিস্কাশন এর জন্য ৭৬,১৫০টি

স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়েছে। মঙ্গা মৌসুমে খন্ডকালীন কর্মসংস্থানের জন্য ১১,৩৫,৯০০ জন/দিবস কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ২,৮১,৫৪৬ জন/দিবসকে হাঁসমুরগি পালন প্রশিক্ষণ এবং ৫৪,৬২৩জন/দিবসকে কম্পোস্ট সার উৎপাদনের প্রশিক্ষণ, উন্নতমানের ঘাসচাষের জন্য ৪০,৯৩৬ জন/দিবসকে প্রশিক্ষণ, ১,৪৯,৫৯৬ জন/দিবস কে আঙিনা বাগান তৈরীর প্রশিক্ষণ প্রদান, ৪৯,৭২৬ জনকে গবাদী প্রাণিপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ক১রা হয়েছে। ৩০ জুন,২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৫,৯.৬৯ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১৪৬.৯৮ কোটি টাকার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ,২০১৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১২,৮.৫২ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৮৭ শতাংশ।

**দারিদ্র বিমোচনে সমবায় অধিদপ্তর**

সমবায় এ দেশের সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। এর **ফলে** সমবায় বিস্তৃতি লাভ করেছে গ্রাম থেকে শহরে, কৃষি থেকে শিল্পে এবং অর্থনীতির প্রায় সকল ক্ষেত্রে। বর্তমানে সারাদেশে নিবন্ধিত মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ১,৮৬,১৯৯ টি। এর মধ্যে জাতীয়/জাতীয় পর্যায়ের সমিতি ২২টি, কেন্দ্রীয় সমিতি ১,১১৩টি এবং প্রাথমিক সমিতি ১,৮৫,০৪৬টি। এ সকল সমবায় সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় ৯৩,৪৯,৫৫৭ জন। এ সকল সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের অঙ্ক প্রায় ৭৭২৭.৩৬ কোটি টাকা এবং মোট সম্পদের আঙ্কিক মূল্য প্রায় ৬,৯৪৪.২০ কোটি টাকা।

এ ছাড়াও বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক কৃষি সমবায় সমিতির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে থাকে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৪৭৫টি। বর্তমানে এ সমিতির শেয়ার মূলধন ৪.৯৩ কোটি টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ৭.৯৬ কোটি টাকা। দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও তার আওতাধীন ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট এর মাধ্যমে বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ীদের সমবায় ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশে সমবায় কর্মকান্ডকে ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যে সকল প্রকল্পের কার্যক্রম এখনও চলমান আছে সেগুলো হলোঃ

**সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়নঃ** শীর্ষক প্রকল্পটি ১৬.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে মে, ২০১১ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে ৬৪ টি জেলা সমবায় কার্যালয়কে ভিপিএন নেটওয়ার্কের আওতায় এনে দেশের সকল সমবায় সমিতির যাবতীয় তথ্য সম্বলিত ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এডিপিতে মোট ৫.৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ১.৭৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৩২.৬৩ শতাংশ।

**সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণঃ** শীর্ষক প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এডিপিতে মোট ৮.৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ৫.২০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৬২.২৯ শতাংশ।

**দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নঃ** শীর্ষক প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ মহিলা ও বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে দুগ্ধের বার্ষিক উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য কমিয়ে আনা ও গাভী/মহিষের জাত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ। প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ পর্যন্ত ৫৬৮ জন সুবিধাভোগীকে ৬.০৩ কোটি টাকা সম্পদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ১৪ পর্যন্ত ৬.২৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৪৮.০১ শতাংশ।

**বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)**

দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিআরডিবি ক্ষুদ্র ঋণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের কাজে নিয়োজিত। বর্তমানে বিআরডিবি একদিকে মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ইউসিসিএ-কেএসএস পদ্ধতিতে ঋণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। অপরদিকে, দারিদ্র নিরসনমূলক উন্নয়ন প্রকল্পের/কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা ও মানবসম্পদ, উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সেবা প্রদান যথা: স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, স্যানিটেশন, গণশিক্ষা, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনে অব্যাহত ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। শুরু থেকে বিআরডিবি এ পর্যন্ত ৭৪টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে যার বেশির ভাগ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও দারিদ্র নিরসনমূলক। বর্তমানে চলমান প্রকল্পগুলোতে দারিদ্র হ্রাস ও মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো হচ্ছেঃ

(ক) ''বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (BPATC) এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন'' প্রকল্প; (খ) অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিআরডিপি-২) ;(গ) উত্তরাঞ্চলের হত দরিদ্রের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি; (ঘ) উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি); (ঙ) পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ)-২য় পর্যায় ; (চ) দারিদ্র মোচনের লক্ষ্যে অপ্রধাণ শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি( ২য় পর্যায়) ; (ছ) দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো); (জ) ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলীহুড প্রজেক্ট (আইডিএএল); (ঝ) পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক); (ঞ) পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পপ্রপ্র); (ট) সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক); (ঠ) গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি কর্মসূচি (এএআরডিও সাহায্যপুষ্ট); (ড ) মহিলা উন্নয়ন; (ঢ) আবর্তক কৃষি ঋণ কার্যক্রম।

**বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)**

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) পল্লী অঞ্চলের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নিয়মিত পল্লী উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়নকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করছে। বার্ড কর্তৃক উদ্ভাবিত কুমিল্লা মডেল দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বার্ড ৬২টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৯,২৮৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বার্ড বর্তমানে কৃষকদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পরিবার পরিকল্পনার বর্তমান অবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কৃষকদের ভূমিকা, মহিলা উদ্যোক্তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা করছে। তাছাড়া, **কৃষিবীমার প্রায়োগিক গবেষণা** শীর্ষক একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। **ধান ও ভুট্টার টেকসই ও নিবিড় চাষ পদ্ধতি** শীর্ষক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের অধিক ধান ও ভূট্টা উৎপাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করছে। মহিলা, শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বার্ড নিয়মিত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের নতুন মডেল উদ্ভাবনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

**পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া**

একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন। ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছর হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত (ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত) একাডেমী ৩,২২৮টি ব্যাচে মোট ২,৩১,২২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে পুরুষ ১,৬৪,৩০৭ জন এবং মহিলা ৬৬,৯১৯ জন। এ পর্যন্ত মোট ৩৬১ টি গবেষণা প্রকল্প সুসম্পন্ন হয়েছে যার মধ্যে বর্তমানে ৩৬ টি গবেষণা চলমান রয়েছে এবং ৩৪টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সকল প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে দেশের কৃষি উন্নয়ন তথা পল্লী উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার পাশাপাশি ২ লক্ষ ১০ হাজার পরিবারের মাঝে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার মাধ্যমে ৫৫,৭০০ একর জমি উন্নত সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও একাডেমীর সিআইডব্লিউএম গ্রামীণ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই মডেলের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ৩৬টি এলাকায় ১৮,০০০টি পরিবারের মাঝে মিঠা পানি সরবরাহ কার্যক্রম

পরিচালনা করে আসছে। একাডেমির কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৫টি এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করে প্রতিদিন প্রতিটি প্লান্ট হতে ৫০-৬০ ঘন মিটার বায়োগ্যাস ও ৪০০-৫০০ কেজি উৎকৃষ্টমানের জৈব সার প্রস্তুত করা হচ্ছে। এছাড়াও উৎপাদিত বায়োগ্যাস হতে স্থানীয়ভাবে ৪০০ কিঃ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বাসাবাড়ীতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সুবিধাভোগীদের মাঝে বর্গা প্রথায় গবাদিপ্রাণি পালন ও মোটাতাজাকরণ কর্মকান্ডে মোট ৭০৯ টি গরু প্রদান করা হয়েছে। চর জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন গ্রুপ ফর্মেশন এবং কৃষি উন্নয়ন বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রমে লক্ষ্যে নির্ধারিত ১০টি জেলার মধ্যে ৮টি জেলায় ৪টি এনজিও নির্বাচন করা হয়। এই চারটি এনজিও'র মধ্যে ১০,৪০০টি পরিবারকে পাট এবং বাদাম এর উন্নত চাষ প্রযুক্তি, বীজ সংগ্রহ এবং বাজার ব্যবাস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একাডেমীর সিআইডব্লিউএম বিগত ২০০০-০১ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৫৫.০০ কোটি, আদায়ের পরিমাণ ৪৮.৫০ কোটি টাকা এবং ঋণ আদায়ের হার ৮৬.৪১ শতাংশ। বর্তমানে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ৬.৬৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৬.৫৪ কোটি টাকা আদায়যোগ্য এর মধ্যে ৬.১১ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে, ঋণ আদায়ের হার ৯৩.৪৩ শতাংশ।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির (সিভিডিপি) আরডিএ'র আওতায় ১৬টি উপজেলায় ১,০২০ টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। মোট ৮৬,০৮৫ পরিবার থেকে ১,২৩,৪৮৩ গ্রামবাসী সমিতির সদস্যভুক্ত হয়েছে। তাঁদের সংগৃহীত পুঁজির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০.৪১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ১৬.৭০ কোটি টাকা ২১,৩০২ জন সমবায়ীর মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২১,৩৮৩ জনের আত্ম-কর্মসংস্থান হয়েছে।

**পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)**

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে ৭টি প্রশাসনিক বিভাগের ৫০টি জেলার ৩৫১টি উপজেলায় ৩৯১টি কার্যালয়ের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পিডিবিএফ-এর আওতাভুক্ত উপজেলাগুলো দেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ভৌগলিক এলাকা জুড়ে অবস্থিত এবং সেখানে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। পিডিবিএফ-এর সুফলভোগীদের মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশ মহিলা। জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত পিডিবিএফ ৬,৩২২.০০ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করেছে এবং ঋণ আদায়ের হার ৯৮ শতাংশ। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে প্রায় ৮.৭৯ লক্ষ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রায় ৪০.০০ লক্ষ উপকারভোগীর সরাসরি আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের মাধ্যমে প্রায় এক লক্ষ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। রূপকল্প, ২০২১ অনুযায়ী ''সকলের জন্য বিদ্যুৎ'' এই শ্লোগান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিডিবিএফ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ২১টি জেলার ১২৫টি উপজেলায় ৩০,৫০০টি সোলার হোম সিষ্টেম প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে ৭,২০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে এবং প্রায় ১.৫২ লক্ষ জনগোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করছে।

**বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগ্রস্ত এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেইঞ্জ ইউনিটের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Solar Energy Development in the Climate Vulnerable Areas of Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি উপকূলীয় জেলার ২০টি উপজেলায় সোলার হোম সিষ্টেম স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়াও পাইলটিং এর আওতায় দেশের বিভিন্ন এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৬৪০টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে জৈব জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করার মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনা এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে পিডিবিএফ এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

**ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন**

দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচনই এ ফাউন্ডেশনের প্রধান লক্ষ্য। ফাউন্ডেশনের ঋণ কার্যক্রম ফেব্রুয়ারি ২০০৭ হতে শুরু হয়ে বর্তমানে কুমিল্লা, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর,

কুড়িগ্রাম, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ৫৫টি উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে গ্রাম পর্যায়ে ২,২৬৯টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ৭৯,১৬৮ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। এ সকল সদস্য/সদস্যাকে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে এ যাবত মোট ২১৯.৯২ কোটি টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়। একই সময় পর্যন্ত সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে মোট ১৯২.৮৩ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার ৯৩.৭৯ শতাংশ। সদস্য/সদস্যাগণ ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে এ যাবত মোট ১৬.৭৮ কোটি টাকা 'নিজস্ব পুঁজি' গঠন করেছেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ২৮৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং ২,৯৫০ জন সুফলভোগীকে আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমের উপর অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের শতকরা ৯৬ ভাগই মহিলা।

## স্থানীয় সরকার বিভাগ

### স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণ, দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়নসহ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশ ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারের জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক পল্লী অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫-২৫ সাল মেয়াদে একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টিতে ৬ষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসরণে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। এলজিইডি তার সূচনালগ্ন হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত প্রায় ৯৩,৭৩৪ কিমি (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ) সড়ক নির্মাণ/পুনঃর্নিমাণ/পুনর্বাসনসহ উক্ত সড়কে ১২,০৯,৬১২ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মান/ পুনর্বাসন করেছে। এছাড়াও ১,৭০৪ টি গ্রোথ-সেন্টার, ১,৮৯৫ টি গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ২১,৮৫৯ কিমি সড়কে বৃক্ষ রোপন, ২,৬৩২ টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং প্রায় ৪,৮২,০৩৯ হেক্টর জমিতে কমান্ড এরিয়া উন্নয়নসহ ফ্লাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ ইরিগেশন (এফডিসিআই) নির্মাণ করেছে।

### দারিদ্র বিমোচনে মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম

মৎস্য অধিদপ্তরের অধিকাংশ কার্যক্রম দারিদ্র বিমোচনকে কেন্দ্র করে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মৎস্যচাষ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির অধীনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রায় ৪.৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সমন্বিত মৎস্য চাষের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩ কোটি এবং অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ২.৫ কোটি সর্বমোট ৩০.১৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা মৎস্যচাষী/মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচনে গুরত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্বখাত হতে ঋণ প্রাপ্ত সুফলভোগীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ ৬০ হাজারে উন্নীত হয়েছে।

### দারিদ্র বিমোচনে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

দুঃস্থ, দরিদ্র, অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কার্যক্রমসমূহকে প্রধানতঃ (ক) সামাজিক সংহতি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনমূলক কার্যক্রম, (খ) সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম (গ) কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রম (ঘ) সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম (ঙ) কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কার্যক্রম (চ) প্রশিক্ষণ, গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রম (ছ) মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং (জ) পরিবেশ ও বন কার্যক্রম হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়ে থাকে। সামাজিক সংহতি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনমূলক কার্যক্রম এর আওতায় দারিদ্র হ্রাসকরণের জন্য ৪টি কর্মসূচিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে: পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আর,এস,এস),শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম (ইউসিডি),জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার ও এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরন জরিপ, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প

কর্মসংস্থান, হিজড়া পুর্নবাসন কর্মসূচি, বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, এসিডদগ্ধ হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও দু:স্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুর্নবাসনে আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কর্মসূচি।

**দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক**

আত্মকর্মসংস্থানের মূল লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে দেশের বেকার বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুব/যুব মহিলাদের উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডে এ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে আসছে। বর্তমানে প্রতিটি জেলা সদরে ১টি করে ৬৪টি, উপজেলা পর্যায়ে ১৪১টি এবং প্রধান শাখাসহ ঢাকা মহানগরীতে ৭টি শাখা নিয়ে মোট ২১১টি শাখার মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি তাদের কার্যক্রম  পরিচালনা করছে।

**কর্মসংস্থান ব্যাংকের কয়েকটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি**

ব্যাংকের নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত ২,৯১,৯৩৮ জন উদ্যোক্তার মধ্যে মোট ১,৯১৫.৫৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ১০,৫৩,৮৯৬ জনের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হয়েছে। বিতরিত ঋণের বিপরীতে আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ হলো ১,৭৭৯.৩৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে এ পর্যন্ত আদায় হয়েছে ১,৬৫৪.৫৭ কোটি টাকা। আদায়ের হার ৯৩ শতাংশ। আলোচ্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ২৫,৪০৯ জন উদ্যোক্তার মধ্যে বিতরিত ঋণের অঙ্ক ২৩৮.৩৮ কোটি টাকা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ৯১,৭২৬ জনের। আদায়ের অঙ্ক ২৬১.৮৭ কোটি টাকা এবং ঋণ বিতরণের বিপরীতে আদায়ের হার ৬০ শতাংশ।

**শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা-অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক কর্মচারিদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা**

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক কর্মসংস্থান ব্যাংক এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীদের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পুনঃ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এ কর্মসূচির অধীন ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১৮,৩১৯ জন স্বেচ্ছায় অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারির অনুকূলে ৯৬.৪৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং আদায়যোগ্য ৯১.৭৮ কোটি টাকার মধ্যে ৭৭.১৮ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। আদায়ের হার ৮৪ শতাংশ।

**কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি**

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী কর্মসংস্থান ব্যাংক এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকারের বিশেষ তহবিলের মাধ্যমে কৃষি ভিত্তিক শিল্প ঋণ সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ২,২৪৮ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ৬৩.৯৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। যার বিপরীতে আদায়যোগ্য ঋণের অঙ্ক  ৬৯.৪৯ কোটি টাকা এবং আদায়ের অঙ্ক ৬৪.৩৫ কোটি টাকা, আদায়ের হার ৯৩ শতাংশ।

**শিশুশ্রম নিরসন কর্মসূচি**

বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন কর্মসূচির বাস্তবায়নের নিমিত্তে ২০০২-০৩ অর্থবছরে ০.৭৫ কোটি টাকা ও ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ২.৮১ কোটি টাকাসহ মোট ৩.৫৬ কোটি টাকার মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু  হয়। বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত ঢাকার ২১টি ও অন্যান্য অঞ্চলের ০৯টি সহ মোট ৩০টি তালিকাভূক্ত এনজিও এর কর্মকর্তা ও প্রকল্পের সুপারভাইজারদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও যাচাইকৃত সদস্যদের মধ্যে ৪ হাজার টাকা  থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ বিতরণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৫,২২৮ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ৪.১২ কোটি টাকা দেয়া হয়, যার বিপরীতে আদায়যোগ্য ঋণের অঙ্ক ৪.১২ কোটি টাকা এবং আদায়কৃত টাকার অঙ্ক ২.৬৮ কোটি টাকা,আদায়ের হার ৬৫ শতাংশ।

কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট তথ্য সারণি ১৩.৮ এ দেয়া হলঃ

**সারণি ১৩.৮: কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের তথ্য**

(কোটি টাকায়)

| ক্র. নং | কর্মসূচির নাম | বিতরণ | আদায়যোগ্য | আদায়কৃত | আদায়ের | সুবিধাভোগী | কর্মসংস্থান |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | নিজস্ব কর্মসূচি Small Enterpriye Credit Programme | ১৯১৫.৫৫ | ১৭৭৯.৩৩ | ১৬৫৪.৫৭ | ৯৩ | ২,৯১,৯৩৮ | ১০,৫৩,৮৯৬ |
| | উপমোট | ১৯১৫.৫৫ | ১৭৭৯.৩৩ | ১৬৫৪.৫৭ | ৯৩ | ২,৯১,৯৩৮ | ১০,৫৩,৮৯ |
| ২. | বিশেষ কর্মসূচি | | | | | | |
| ক) | কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা | ৬৩.৯৯ | ৬৯.৪৯ | ৬৪.৩৫ | ৯৩ | ২২৪৮ | ৮১১৫ |
| খ) | শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানের | ৯৬.৪৩ | ৯১.৭৮ | ৭৭.১৮ | ৮৪ | ১৮,৩১৯ | ৬৬,১৩২ |
| গ) | বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে | ৪.১২ | ৪.১২ | ২.৬৮ | ৬৫ | ৫২২৮ | ১৮,৮৭৩ |
| | উপমোট | ১৬৪.৫৪ | ১৬৫.৩৯ | ১৪৪.২১ | ৮৭% | ২৫,৭৯৫ | ৯৩,১২০ |
| | **সর্বমোট** | **২০৮০.০৯** | **১৯৪৪.৭২** | **১৭৯৮.৭৮** | **৯২%** | **৩,১৭,৭৩৩** | **১১,৪৭,০১** |

**উৎসঃ** কর্মসংস্থান ব্যাংক

**পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)**

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) তার সহযোগী সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পিকেএসএফ তার ২৭২টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ১৭,৪৫৮.১৮ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার সংখ্যা ২৭২টি। এ সকল সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম দেশের সকল জেলায় বিস্তৃত রয়েছে। এ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের সংগঠিত মোট সদস্য সংখ্যা ১.০৪ কোটি, এর মধ্যে মহিলা ৯০ শতাংশ । উল্লিখিত সময়ে মাঠ পর্যায়ে মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৭৯.৭৩ লক্ষ জন। এর মধ্যে মহিলা ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা প্রায় ৯১ শতাংশ। পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই আর্থিক সেবার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করে। বর্তমানে পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা-উপকারভোগী পর্যায়ে ঋণস্থিতি রয়েছে যথাক্রমে ৩,৫৬৪ কোটি টাকা ও ৯,৪৫৬ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা-ঋণগ্রহিতা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার যথাক্রমে ৯৮.৪৭ শতাংশ ও ৯৯.৫৬ শতাংশ।

পূর্বে পিকেএসএফ থেকে কেবল পল্লী ক্ষুদ্রঋণ খাতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হতো। পরবর্তীতে পিকেএসএফ তার মূলধারার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান শুরু করে, যথা- (ক) পল্লী ক্ষুদ্রঋণ (খ) নগর ক্ষুদ্রঋণ (গ) অতি দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ (ঘ) ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ (ঙ) মৌসুমী ঋণ (চ) কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ এবং (ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম। সারণি ১৩.৯ -তে পি কে এস এফ-এর ক্ষুদ্রঋণ সমিতির তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরা হলঃ

## সারণি ১৩.৯.১: পিকেএসএফ এর ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

| বিবরণ | ক্রমপুঞ্জিভূত (জুন ২০০৬ পর্যন্ত) | অর্থবছর | | | | | | | ক্রমপুঞ্জিভূত (ডিসে: ২০১৩ পর্যন্ত) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ (ডিসে: ২০১৩ পর্যন্ত) | |
| বিতরণ | ২৯০৬.১৩ | ১৪০৮.০৮ | ১৮১৯.৫৩ | ১৯৪১.৭০ | ১৯৩১.২৮ | ২৩২০.০০ | ২৪৫০.৬১ | ১৩৩০.১৫ | ১৭৪৫৮.১৮ |
| আদায় | ১৫৮১.৮১ | ১০০৯.৮৮ | ১৩৫২.৯২ | ১৬৭৮.২০ | ১৮৯৪.২৬ | ২১৩৭.৭২ | ২৩১৬.৬৬ | ১২৮৩.৬৫ | ১৩৮৯৪.০৩ |
| আদায়ের হার (%) | ৯৬.৩৯ | ৯৭.৭৩ | ৯৮.২১ | ৯৮.৫৫ | ৯৮.৬৩ | ৯৮.৫০ | ৯৮.৩৪ | ৯৮.৪৭ | ৯৮.৪৭ |
| সহযোগী সংস্থা | ২৪৩ | ২৫৭ | ২৫৭ | ২৬২ | ২৬৮ | ২৭১ | ২৭২ | ২৭২ | ২৭২ |
| সুবিধাভোগী | ৬৭৭৮২৬২ | ৮২৮৩৮১৪ | ৮২৬২৪৬৫ | ৮৩৮৬২১৪ | ৮২২৮৫৩৩ | ৬৬৫১৩১০ | ৭৮৬৫৮২২ | ৭৯৭২৬৯৪ | ৭৯৭২৬৯৪ |
| মহিলা | ৬২০৭৯৭১ | ৭৬১০৫৮১ | ৭৫৯৭০৬৭ | ৭৭২৩৭১২ | ৭৫২৭৫৪৬ | ৬০৮৮২৬০ | ৭১৬৭৫৩৩ | ৭২৫৪৪২০ | ৭২৫৪৪২০ |
| পুরুষ | ৫৭০২৯১ | ৬৭৩২৩৩ | ৬৬৫৩৯৮ | ৬৬২৫০২ | ৭০০৯৮৭ | ৫৬৩০৫০ | ৬৯৮২৮৯ | ৭১৮২৭৪ | ৭১৮২৭৪ |

**উৎসঃ** পিকেএসএফ

## সারণি ১৩.৯.২: পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

| পর্যায় | ২০১২-১৩ অর্থবছর | | | ২০১৩-১৪ অর্থবছর (ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়) | ঋণ আদায় (কোটি টাকায়) | ঋণ আদায়ের হার (%) | ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়) | ঋণ আদায় (কোটি টাকায়) | ঋণ আদায়ের হার (%) |
| পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে | ২৪৫০.৬১ | ২৩১৬.৬৬ | ৯৮.৩৪% | ১৩৩০.১৫ | ১২৮৩.৬৫ | ৯৮.৪৭% |
| সহযোগী সংস্থাসমূহ থেকে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে | ১৬৩১৫.৪১ | ১৫১১৬.৭৭ | ৯৯.৫৭% | ৮৫০১.৫৯ | ৮১৬৮.৬২ | ৯৯.৫৬% |

**উৎসঃ** পিকেএসএফ

## বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

### মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং

ক্ষুদ্রঋণ খাতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিশেষায়িত কর্মসূচি, সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশে কার্যরত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন, বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক এ পর্যন্ত মোট ৭১৯টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহে আমানতকারীদের আমানত নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনে আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল গঠনের নিমিত্ত একটি কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর ফলে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণপূর্বক তা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। জুন ২০১৩ পর্যন্ত সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঠ পর্যায়ে ৬৯০টি ঋণস্থিতি দাড়ায় ২৫৭.০১ বিলিয়ন টাকা এবং সঞ্চয়স্থিতি ৯৪.০০ বিলিয়ন টাকা। এভাবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

### বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ২০০৫ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। সহযোগী এনজিওসমূহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ওয়াটার ও স্যানিটেশন, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, কৃষি উন্নয়ন, এইচআইভি/এইডস

প্রতিরোধ, মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিকরণ, নিরাপদ সড়ক, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, আইসিটি ইত্যাদি ৩০টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ ফাউন্ডেশন সরকারের বাজেট বরাদ্দ হতে ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১৬২.০০ কোটি টাকা সাহায্য মঞ্জুরী খাতে অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে। সরকারের নিকট হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ বিভিন্ন ব্যাংক ও লিজিং কোম্পানীতে এফ ডি আর আকারে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফার ২৫ শতাংশ আয় আয়বিধায়ক তহবিলে জমা করা হয়। উক্ত তহবিল ব্যয়যোগ্য নয়। অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ অর্থ সহযোগী এনজিওদের মধ্যে অনুদান প্রদান এবং প্রশাসনিক খাতে ব্যয় করা হয়। এ যাবৎ ১,০৪৭টি এনজিওকে সিডর ও অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচিসহ এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত ৭৬.৯৭ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে। এ সময় পর্যন্ত ১৪.৯৮ লক্ষ পরিবারের ২৬.২৫ লক্ষ পুরুষ এবং ৪৬.৪৮ লক্ষ মহিলা অর্থাৎ মোট ৭২.৭৩ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে।

**সারণি ১৩.৯.৩: বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুদান প্রদানের অগ্রগতি**

(কোটি টাকা)

| অর্থবছর | সরকারের নিকট | অনুদান বিতরণ | মহিলা | পুরুষ উপকারভোগীর | মোট উপকারভোগীর |
|---|---|---|---|---|---|
| ২০০৪-০৫ হতে ২০০৮-০৯ পর্যন্ত | ১৪৭.০০ | ২৪.৫১ | ২১.৮০ | ১১.৭৩ | ৩৩.৫৩ |
| ২০০৯-১০ | ৫.০০ | ১০.৪১ | ৫.৮৭ | ৩.৮০ | ৯.৬৭ |
| ২০১০-১১ | ০০ | ১১.৬৪ | ৪.৪৬ | ২.৯১ | ৭.৩৭ |
| ২০১১-১২ | ০০ | ১১.৯৮ | ৫.২৫ | ২.৯৮ | ৮.২৩ |
| ২০১২-১৩ | ০০ | ১১.০০ | ৪.৯৬ | ২.৩৭ | ৭.৩৩ |
| ২০১৩-১৪ (এপ্রিল-২০১৪ পর্যন্ত) | ১০.০০ | ৭.৪৩ | ৪.১৪ | ২.৪৬ | ৬.৬০ |
| **মোট** | **১৬২.০০** | **৭৬.৯৭** | **৪৬.৪৮** | **২৬.২৫** | **৭২.৭৩** |

**উৎসঃ** বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

## প্রধান প্রধান এনজিওদের সার্বিক কার্যক্রম

### ব্র্যাক

ব্র্যাক বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা। সংস্থাটি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণদান কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন কাজ করে থাকে। বিশেষ করে সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর মানুষ যেমন অতিদরিদ্র চরবাসী, দু:স্থ নারী, অবসরপ্রাপ্ত ও ছাটাইকৃত সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র ঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সংস্থাটির মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অঙ্ক যথাক্রমে ৮১,৬১০.৪৯ কোটি ও ৭৪,৪৬৫.৭০ কোটি টাকা। বিতরিত ঋণের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫৬,৪০,৬৮৪ জন এবং এর মধ্যে মহিলা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫০,৭৪,১৮১ জন।

### আশা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯৭৮ সনে আশা-প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯২ সালে স্পেশালাইজড ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। আশা বর্তমানে সর্ববৃহৎ আত্মনির্ভর দ্রুত বর্ধমান ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা হিসাবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আশা'র ইনোভেটিভ স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪৪.৬৫ লক্ষ জন উপকারভোগীকে ৯,৬১৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫০ লক্ষ জন উপকারভোগীকে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ দাড়িয়েছে ৭১,০৮৭.৭৭ কোটি টাকা এবং আদায় ৬৫,৩৫২.৫৪ কোটি টাকা।

### প্রশিকা

১৯৭৫ সালে ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে প্রশিকার কার্যক্রম সূচিত হয়েছিল। পরে ১৯৭৬ সালে সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহত্তর পরিসরে কাজ শুরু করে। বর্তমানে প্রশিকা দেশের ৫৯টি জেলার ২৪,১৩৯টি গ্রাম ও ২,৩৮০টি বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন খাতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ১৭,৯৪,৭৫৯টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৫,০৭০ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দিয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ ও অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে ১,২৫,৬১,৩০৫ জন দরিদ্র নারী-পুরুষের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

**টিএমএসএস**

টিএমএসএস জাতীয় পর্যায়ের সমাজ সেবামূলক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যা দারিদ্র দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের ৬৩টি জেলায় এর কর্মকান্ড বিস্তৃতি লাভ করেছে। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ৮৪০৮.৬২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

**সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)**

সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস) আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে দেশের ২৭টি জেলায় এসএসএস-এর কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয়েছে। জেলাসমূহের আওতায় রয়েছে ১৪৩টি উপজেলা এবং ৮,৯১৫টি গ্রাম। প্রধান কার্যালয়ের অধীনে ১০টি জোন, ৪০টি এরিয়া, ২২৭ টি শাখা ও ৭ টি প্রকল্প অফিসের মাধ্যমে ৪,৬১,৮০৯ জন সদস্যকে প্রত্যক্ষভাবে সেবা প্রদান করছে। এদের মধ্যে ৪,৪৬,৭৪৪ জন নারী, ১২,৬০৫ জন পুরুষ এবং ২,৪৬০ জন শিশু। কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীর সংখ্যা ৩,০০২ জন। এদের ২,২৫২ জন পুরুষ এবং ৭৫০ জন নারী। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ঋণ স্থিতি ৫৭৬.৩৮ কোটি এবং ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ৬,০৮০.৯৮ কোটি টাকা।

**স্বনির্ভর বাংলাদেশ**

স্বনির্ভর বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠা লাভের পর কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত একটি সেল হিসেবে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সাল থেকে একটি নিবন্ধিত বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা হিসেবে কতিপয় সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের তৃণমূল জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে ৪০টি জেলার ১৫৯টি উপজেলায় স্বনির্ভর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। স্বনির্ভর বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯,৬৮,৯৩৮ জন বিত্তহীন ঋণগ্রহীতাকে ১,৬৮৯.৪৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং ১,৪০৯.৮৯ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে।

এছাড়াও অন্যান্য এনজিওসমূহ এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান সারণি ১৩.১০ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

## সারণি ১৩.১০: প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান

(কোটি টাকায়)

| এনজিও | ২০০৫ ক্রম | ২০০৬ | ২০০৭ | ২০০৮ | ২০০৯ | ২০১০ | ২০১১ | ২০১২ | ২০১৩ | ক্রমপুঞ্জিত ২০১৩ (ডিসেম্বর) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ব্র্যাক** | | | | | | | | | | |
| বিতরণ | ১৬,৫৭৫ | ৪,২৬২ | ৬,২৩৩ | ৮,৪২৯ | ৭,৫৬৮ | ৭,৩৭৬ | ৮,৬২৭ | ১০,৪২২ | ১২,১১৫ | ৮,১৬১,০৪৯ |
| আদায় | ১৪,৮০১ | ৩,৬২৬ | ৫,০৩৭ | ৭,৫৬০ | ৭,৬৫৯ | ৭,৪০০ | ৭,৭২৭ | ৯,৬৯০ | ১০,৯৬৬ | ৭,৪৪৬,৫৭০ |
| সুবিধাভোগী | ২৪,৫০৫,১৭৬ | ৫,৩১০,৩১৭ | ৭,৩৭০,৮৪৭ | ৮,০৯০,৩৬৯ | ৮,৩৫৯,৯৯৩ | ৮,০৫৪,৪১৫ | ৬,৭৭০,৩৩৮ | ৫,৮৩৫,৮৬১ | ৫৬,৬৪০,৬৮৪ | ৫,৬৪০,৬৮৪ |
| মহিলা | ২২,৫৪৮,১৬০ | ৫,১৪০,৪৯৪ | ৭,১০৮,১৫৫ | ৭,৭৯৬,৭৬৯ | ৮,০২৭,২৬২ | ৭,৬১৪,৩২৬ | ৬,৩০২,৯৪৬ | ৫,৩৮০,২৬৫ | ৫,০৭৪,১৮১ | ৫,০৭৪,১৮১ |
| পুরুষ | ৪২২,৮৭১ | ১৬৯,৮২৩ | ২৬২,৬৯২ | ২৯৩,৬০০ | ৩৩২,৭৩১ | ৪৪০,০৮৯ | ৪৬৭,৩৯২ | ৪৫৫,৫৯৬ | ৫৬৬,৫০৩ | ৫৬৬,৫০৩ |
| **আশা** | | | | | | | | | | |
| বিতরণ | ১২,৯২৩ | ৪,১৩২ | ৪,৮৩৬ | ৬,১১১ | ৬,১৯১ | ৬,৮৭০ | ৮,৮৪৭ | ৯,৩৮১ | ৯,৯৯৬ | ৭১,০৮৮ |
| আদায় | ১১,২২৯ | ৩,৭১২ | ৫,০৬০ | ৬,০৬৬ | ৬,৯৩৪ | ৬,৩৭৮ | ৭,৮০০ | ৬,৯৮২ | ৯,৬৭৯ | ৬৫,৩৫৩ |
| সুবিধাভোগী | ১৬,২৪৭,০৮৮ | ৬,৪৫৫,৯৭৯ | ৬,৬৭৪,০৫৮ | ৭,২৭৬,৬৭৭ | ৫,৪৯৮,২৯৩ | ৫,৬৫৬,২৫৭ | ৪,৯৩৫,৬৮৫ | ৪,৭৩৫,৫৪৫ | ৪,৮৫৯,৫৮৮ | ৪,৯০৩,৩২৮ |
| মহিলা | ১৩,৭৭৭,২৮৪ | ৪,৩০৩,৭৮৭ | ৪,৭১৬,৯২২ | ৫,১৪৪,৬৬২ | ৪,৩১৯,৪৪০ | ৪,৫৩১,০০২ | ৪,২৯৭,৮৯৬ | ৪,৫৭৮,৩৩৪ | ৪,৪৭২,৯২৯ | ৪,৫২৫,২৪২ |
| পুরুষ | ২,৪৬৯,৮০৪ | ২,১৫২,১৯২ | ১,৯৫৭,১৩৬ | ২,১৩২,০১৫ | ১,১৭৮,৮৫৩ | ১,১২৫,২৫৫ | ৬৩৭,৭৯০ | ১৫৭,২১১ | ৩৮৬,৬৫৯ | ৩৭৮,০৮৬ |
| **প্রশিকা** | | | | | | | | | | |
| বিতরণ | ৩,১৮৮ | ৩১৭ | ৩১২ | ২৬৭ | ২২২ | ১৯৫ | ২০৭ | ১৪৩ | ৩১৩ | ৫,০৭১ |
| আদায় | ৩,০৯০ | ৩৪৩ | ২৯৮ | ২৮৪ | ৩৬০ | ২২৫ | ২৩৪ | ৪৬৮ | ১১৫ | ৫,৫৬৩ |
| সুবিধাভোগী | ৬,৪৫৭,৩৬৩ | ১৫,০৩০ | ৮,২০৯ | ৬,৭২৩ | ৮৪৭ | ১৯৩ | ১৩৭,৯২৯ | ১০০,২৪৫ | ১৪৮,৪২৪ | ৩,৪২৩,৮৯৫ |
| মহিলা | ৫,৮৭১,৫২৫ | ১১,৪৭৮ | ৬,৭৫৯ | ৩,৬৪০ | ৭৬৪ | ১৬৩ | ৮৯,৬৫৪ | ৬,৪৯২ | ৯৩,৪৫৪ | |
| পুরুষ | ৩,৩৩৫,৮৬৮ | ৩,৫৫২ | ১,৪৫০ | ৩,০৮৩ | ৮৩ | ৩০ | ৪৮,২৭৫ | ৩,৫০৬ | ৩৪,৪৭৯ | |
| **স্বনির্ভর বাংলাদেশ** | | | | | | | | | | |
| বিতরণ | ৪৭১ | ৯১ | ৯৬ | ৯৭ | ১৩২ | ১৫৮ | ১৯৮ | ২২০ | ১৯৭ | ১,৬৬০ |
| আদায় | ৩৬৭ | ৭১ | ৭৬ | ৮৫ | ১১১ | ১৩৩ | ১৬২ | ১৯২ | ১৮৬ | ১,৩৮২ |
| সুবিধাভোগী | ৩২৫,১৮০ | ১২৯,৮৯৪ | ১০১,৫৬৫ | ১০৪,৭০২ | ১২৩,৮০৩ | ১২৭,১৭৬ | ১২৪,২৬০ | ১২১,২৫১ | ১০৩,১৮১ | ১,৯৫৪,৮৩৬ |
| মহিলা | ২৫০,৪৪১ | ১২৬,৩৩২ | ৯৮,৮০৭ | ৯৭,৩৪২ | ১০৩,৬১৪ | ১০৮,১০৫ | ১০৭,৩৩৩ | ১০০,১০৩ | ৮৫,৫৭৩ | ১,৬৩৭,৯১০ |
| পুরুষ | ১৬,৩৯৯ | ৩,৫৬২ | ৩,০৫৭ | ৭,৩৬০ | ২০,১৮৯ | ১৯,০৭১ | ১৬,৯৭২ | ২১,১৪৮ | ১৭,৬০৮ | ৩১৬,৯২৬ |
| **কারিতাস** | | | | | | | | | | |
| বিতরণ | ৫৫৪ | ১১৮ | ১৪৮ | ১৪০ | ১৫৩ | ১৫৪ | ২৩৭ | ২৬৬ | ২৮৬ | ২,০৫৭ |
| আদায় | ৪৭৩ | ১১২ | ১৩৭ | ১৩৪ | ১৪৮ | ১৫৩ | ২০৯ | ২৫২ | ২৭৪ | ১,৮৯১ |
| সুবিধাভোগী | ৪০০,১৩৭ | ৪,২২৭ | ৪,৩৬২ | ১০০ | ১১,৯৩২ | ৪১,৮৫৫ | ১২,৪১৩ | ১৯,২৫১ | ১০,৯২৮ | ৩১৬,৯০৬ |
| মহিলা | ২৬২,৩৪৩ | ৩,৮৩১ | ৭,০৯১ | ১০,৫২৪ | ২৫,২৪২ | ৩১,৩১১ | ৪,০৩৪ | ১১,৪৩১ | ৫,৬৪৮ | ২৫৩,৬২৩ |
| পুরুষ | ২১৭,৭৬৪ | ৩৯৬ | -২,৭২৯ | -৫৫৩ | ১৩,৩১০ | ১০,৫৪৪ | ৮,৩৭৯ | ৭,৮২০ | ৫,২৮০ | ৬৩,২৮৩ |
| **টিএমএসএস** | | | | | | | | | | |
| বিতরণ | ১,১৩৩ | ৪১০ | ৫১৫ | ৫৭২ | ৬৫৬ | ৭৬৯ | ৯৯১ | ১,২০৯ | **১৪৭০.৭১** | ৮৪০৮.৬২ |
| আদায় | ৯২০ | ৩৬০ | ৪৫৮ | ৫৪৮ | ৬০৬ | ৬৮৩ | ৮৭১ | ১,০৮৯ | **১৩১৮.৯৩** | ৭৪৯২.০ |
| সুবিধাভোগী | ৪৪৪,৭৮৮ | ৬৮,৫৮৭ | ৯৯,৮২৬ | ৮৯,৫৪৪ | ২২,৪৬২ | ৬,০২৭ | ৫০,১৩৪ | ৩৬৮,৫৭৯ | **৪৪৯১৫৮** | ৩৭৪০৭৪৮ |
| **শক্তি** | | | | | | | | | | |
| বিতরণ | ৫৫৫ | ১৮০ | ১৭৬ | ২০৩ | ৩০৫ | ৫১৪ | ৪৫৫ | ৫৩২ | ৫০৭ | ৩,৪২৭ |
| আদায় | ৪০১ | ১৪৫ | ১,১৭৫ | ১৮১ | ২৬২ | ৪১৪ | ৩৪৭ | ৬১৭ | ৫৮১ | ৩,১২৪ |
| সুবিধাভোগী | ৫৬৭,৮০৯ | ১৬৭,১১৩ | ১৫৬,১০৮ | ১৮১,৯৯০ | ২৯৯,১৫৮ | ৪৭৫,৯৭৬ | ৯,৩১৭ | ১২,১৪৭ | ১৫,৩৭৩ | ১৫৩,৭৩০ |
| **ব্যুরো বাংলাদেশ** | | | | | | | | | | |
| বিতরণ | ৭৭৪ | ৩১৮ | ৩৭৫ | ৫৯১ | ৮১৪ | ১,০৯১ | ১,১৯১ | ১,৫৮১ | ২,১১১ | ৯,৭২০ |
| আদায় | ৬০৭ | ২৭৭ | ৩৩৭ | ৪৬৫ | ৭২৯ | ৯৪০ | ১,১০৯ | ১,৩৩৯ | ১,৬০০ | ৮,০০৯ |
| সুবিধাভোগী | ১,১১২,৩৪৫ | ৩৩১,৩২৯ | ৩৭৬,৭১০ | ৬০২,২৭৩ | ৭৪৬,৯৩৮ | ৯৮৫,১৮২ | ১,০৪৩,৫৪১ | ১,৩০১,৩৭৫ | ১,০৫২,০০৬ | ৬,৪৯৯,৬৯৩ |
| **এসএসএস** | | | | | | | | | | |
| বিতরণ | ৫০৭ | ২৬১ | ৩৫৪ | ৪৩৩ | ৫২৪ | ৬১৪ | ৮২৭ | ১,০৯৯ | ১,২৪৯ | ৬,০৮১ |
| আদায় | ৪২৪ | ২০৫ | ৩১১ | ৩৮৪ | ৪৫৮ | ৫৫৭ | ৭৪০ | ৯৩৮ | ১,২৩৮ | ৫,৫০৫ |
| সুবিধা– | ৫৯৮,৩৭৬ | ২৬০,১১০ | ৩২০,১১০ | ৩৬২,৬৩৬ | ৩৫৬,৪৮৩ | ৩৬৯,৮৮৩ | ৪১২,৮১৯ | ৪৭৪,০০০ | ৪৪৮,৬৫৮ | ৪৪৬,৭৪৪ |
| মহিলা | ৫৮২,২১৭ | ২৫৩,৩৮৭ | ৩১১,৩৮৩ | ৩৫১,০৫০ | ৩৪২,২০৮ | ৩৫৩,৯৮১ | ৪০১,৭৮৬ | ৪৫৯,৪৪৬ | ১২,৪৬১ | ১২,৬০৫ |
| পুরুষ | ১৬,১৫৯ | ৬,৬২৩ | ৮,৭২৭ | ১১,৫৮৬ | ১৪,২৭৫ | ১৫,৯০২ | ২০,২৮৯ | ১৪,৫৫৪ | ৪৬১,১১৯ | ৪৫৯,৩৪৯ |
| **মোট** | | | | | | | | | | |
| বিতরণ | ৩৬,৬৮০ | ১০,০৮৮ | ১৩,০৪৬ | ১৬,৮৪২ | ১৬,৫৬৫ | ১৭,৭৪০ | ২১,৫৮০ | ২৪,৮৫৩ | ২৬,৮৭৫ | ৮২৬৮৫৬২ |
| আদায় | ৩২,৩১২ | ৮,৮৫১ | ১২,৮৮৯ | ১৫,৭০৭ | ১৭,২৬৭ | ১৬,৮৮২ | ১৯,১৯৯ | ২১,৫৬৫ | ২৪,৬৩৮ | ৭৫৪৪৮৮৮ |

**উৎসঃ** সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান

## গ্রামীণ ব্যাংক

জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের প্রায়োগিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৩ সালে ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দরিদ্রদের বহুমুখী প্রয়োজনীয়তার দিকগুলি বিবেচনায় এনে গ্রামীণ ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ২,৫৬৭টি শাখার মাধ্যমে ৬৪টি জেলার ৪৭৯টি উপ-জেলার আওতাধীন ৮১,৩৮৯টি গ্রামে ৮৫.৪৪ লক্ষ সদস্যের মধ্যে এই কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। এর মধ্যে শতকরা ৯৬.২১ ভাগ মহিলা। এ পর্যন্ত বিতরিত ঋণের অঙ্ক ৯৫৮৯৬.৩০ কোটি টাকা এবং আদায়কৃত ঋণের অঙ্ক ৮৭৩৮৯.০১ কোটি টাকা। গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয়ের অঙ্ক ৯,২১৩.৪২ কোটি টাকা। এ ব্যাংক গৃহ নির্মাণ ঋণ, ভিক্ষুকদের মধ্যে ঋণ, শিক্ষা ঋণ প্রদান করে থাকে। নিম্নের সারণি ১৩.১১-তে গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত তুলে ধরা হলঃ

**সারণি ১৩.১১: গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি**

(কোটি টাকা)

| | জুন ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ জানু ১৪ | ২০১৩-১৪ ক্রম জানু ১৪ পর্যন্ত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিতরণ | ২৪৩১৭.৬৭ | ৫০১৯.৪৪ | ৫৫৬১.৮৫ | ৭১৮৪.৫৯ | ৮৭৫৪.৪১ | ১০২৯৫.৯৮ | ১১৫৭৭.১৬ | ১২০৮১.৬৩ | ৭৩২৫.৭৭ | ৯৫৮৯৬.৩০ |
| আদায় | ১৯১৭৭.১২ | ৪৮০২.৫২ | ৪৯৫৫.০৯ | ৬১০৫.৩৪ | ৭৬৭৫.৭৭ | ৯২৭৬.৭৬ | ১০৭৬২.০৮ | ১১৬৭১.৮৪ | ৭২১২.৫১ | ৮৭৩৮৯.০১ |
| বিতরণ | ৪৭৪.১৯ | ৯৮.৬১ | ৯৮.১১ | ৯৭.৮১ | ৯৭.২০ | ৯৬.৮৯ | ৯৬.৮৯ | ৯৭.২৩ | ৯৭.৩২ | ৯৭.৩২ |
| শাখার সংখ্যা | ১৪৬১ | ২৪৬ | ৮৬ | ৪০ | ৭ | ১ | ২ | ০ | ০ | ২৫৬৭ |
| গ্রামের সংখ্যা | ৪৭৫৭০ | ৯৫১৯ | ৩৬৫৩ | ২১৭৫ | ২৯ | ১৭ | ৩ | ৫ | ৩ | ৮১৩৮৭ |
| সুবিধাভোগী | ১৪৬৮৫৮৬৪ | ৭২০৮৪৫৫ | ৭৫২৭৭০০ | ৭৯০৪৭৯৭ | ৮২৭৬৪৯৪ | ৮৩৭৪৯১০ | ৮৩৭৯৪৫২ | ৮৪২৫১৪৬ | ৮৫৭৪২৮০ | ৮৫৭৪২৮০ |
| মহিলা | ১৪০০৩৫১৩ | ৬৯৭২৩৫১ | ৭২৯০৬০৪ | ৭৬৫৯৭৩৯ | ৭৯৮০৫৮১ | ৮০৫৭০৩৯ | ৮০৫৪২৪৯ | ৮১০৩৯৫২ | ৮২৪৬৫৬৪ | ৮২৪৬৫৬৪ |
| পুরুষ | ৬৮২৩৫১ | ২৩৬১০৪ | ২৩৭০৯৬ | ২৪৫০৫৮ | ২৯৫৯১৩ | ৩১৭৮৭১ | ৩২৫২০৩ | ৩২১১৯৪ | ৩২৭৭১৬ | ৩২৭৭১৬ |

**উৎসঃ** গ্রামীণ ব্যাংক

## তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সারণি ১৩.১২ তে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুটি বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি দেখানো হয়েছে। উক্ত ব্যাংক সমূহের ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের অঙ্ক ২৪,৯১৯.০০ কোটি টাকা এবং আদায়ের অঙ্ক ২৪,৫৩৬.০০ কোটি টাকা।

## সারণি ১৩.১২: তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

| ব্যাংক | ক্রমপুঞ্জিত ২০০৩-০৪ | ২০০৫-০৬ | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ (ডিসে ১৩) | ক্রমপুঞ্জিত ডিসেম্বর ১৩ পর্যন্ত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **সোনালী ব্যাংক** | | | | | | | | | | | |
| বিতরণ | ৬,১৬৩ | ৪৫৭ | ৪১০ | ৫৫৭ | ৬১৭ | ৭৫৬ | ৬৭৬ | ৭২৪ | ৬৬৯ | ৬৬৬ | ১১,৯০৩ |
| আদায় | ৮,০০৪ | ৪৮৬ | ৬৭৭ | ৯২১ | ৭৪৪ | ৬৭৮ | ৮১২ | ৮৫১ | ৪৭০ | ৮৬৩ | ১৩,১৭৮ |
| আদায়ের হার | ২৬০ | ১০৭ | ১৬৫ | ৩৪ | ৩০ | ৩০ | ৩৫ | ৩৯ | ৩০ | ৩২ | ৭০ |
| সুবিধাভোগী | ০ | ২০১,৮৪১ | ১৯৯,১৯০ | ১৭৯,১৮৮ | ২০৮,৪৭৮ | ২৫১,৮৫৬ | ১৬৪,৯০৬ | ১৫৯,০৪৫ | ১৩৭,২০৬ | ১৫১,০১০ | ৬,৬০৫,৭৩৪ |
| **অগ্রণী** | | | | | | | | | | | |
| বিতরণ | ১,৩৪৫ | ১৮২ | ২১১ | ২৯০ | ৩৪০ | ৪৮৮ | ৩৪ | ৮৪৭ | ৭৯৮ | ৬০২ | ৫,২৩৭ |
| আদায় | ১,৩২১ | ২১২ | ২৬৮ | ২৮৯ | ৩৩৭ | ৪০০ | ৬৭ | ৮৭৯ | ৮৩০ | ৫২৮ | ৫,২২৯ |
| আদায়ের হার | ২২৭ | ১১৬ | ১২৭ | ৯৯ | ১ | ৮২ | ৯৬ | ৮৭ | ৮৮ | ৮৬ | ৮৬ |
| সুবিধাভোগীর | ২,৯৮৪,৭৮৪ | ১০৪,৩৮৭ | | ১১৫,৩৮৩ | ১৩৯,৯০৩ | ১৫৮,৯৭৮ | ৫,৯৫৪ | ১১৮,৬৬৬ | ১১৭,২৩৬ | ৭৭,৯৫০ | ১৯৫,১৮৬ |
| **জনতা ব্যাংক** | | | | | | | | | | | |
| বিতরণ | ১,৮৬৯ | ১৯৪ | ২৯০ | ৪৯৮ | ৫৬১ | ৬৩২ | ৭২২ | ৭২৭ | ৭৩৬ | ৩৬৬ | ৫,৫৯৫ |
| আদায় | ১,৭২৬ | ১০৭ | ২৫০ | ৩৫৬ | ৪১৩ | ৪০০ | ৫১২ | ৫৫৩ | ৫২৬ | ৩৮৩ | ৪,৩২৪ |
| আদায়ের হার | ১৭৭ | ৫৫ | ৮৬ | ৭১ | ৭৪ | ৬৩ | ৭১ | ৭৬ | ৭১ | ১০৫ | ৭৭ |
| সুবিধাভোগী | ৮৩৫,৩৯৯ | ১০০,০৭৩ | ১৪৫,০৮০ | ১২৪,৪৮৩ | ১২৪,৬৫৩ | ১৩০,৯২১ | ৯৩,০৩০ | ৮৮,২৫৪ | ১০০,৭৫৬ | ৪৬০ | ১,৭৮২,৮৯৭ |
| **বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক** | | | | | | | | | | | |
| বিতরণ | ৯৮২ | ৫৭ | ৫৫ | ৫৩ | ৪৮ | ৯৮ | ৫৩ | ৫৫ | ৭৪ | ৫০ | ১,৫৮৫ |
| আদায় | ৮২৮ | ৪৩ | ৫২ | ৫১ | ৪৬ | ৭৬ | ৫১ | ৫৪ | ৫১ | ৩৫ | ১,৩২৫ |
| আদায়ের হার | ১৫২ | ৭৬ | ৯৫ | ৯৬ | ৯৫ | ৭৭ | ৯৬ | ৯৭ | ৭০ | ৬৯ | ৮৪ |
| সুবিধাভোগী | ১,৫৩৫,৯০৫ | ৫০,০৮৩ | ৫২,০২৮ | ৪৭,৭৬১ | ৪৯,৩৫৬ | ৩৫,০৪৪ | ৩১,৮৪৯ | ২৮,৫৩৫ | ২৮,২৮৪ | ১৪,৭৫৯ | ১,৯৩২,৭২১ |
| **রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক** | | | | | | | | | | | |
| বিতরণ | ১৫৮ | ২৯ | ১৫ | ১৮ | ১৮ | ১৯ | ২৮ | ২৯ | ৩৯ | ০ | ৪১২ |
| আদায় | ৬১ | ২১ | ১৩ | ১৪ | ১৬ | ১৭ | ১৯ | ২০ | ৩৭ | ০ | ৩১৬ |
| আদায়ের হার | ১০৪ | ৭৩ | ৮৮ | ৮০ | ৮৮ | ৯৩ | ৬৯ | ৬৮ | ৯৫ | ০ | ৭৭ |
| সুবিধাভোগী | ১৯৪,৬৭৫ | ৩০,০৩৩ | ১৬,৬৩৪ | ১৫,৮১৮ | ১৬,২৩৯ | ১৩,৭৭৯ | ১২,২৫১ | ১১,৩৩৩ | ১২,৬০২ | | ৩৮৪,৬৬০ |
| **রূপালী ব্যাংক** | | | | | | | | | | | |
| বিতরণ | ২৯ | ১৬ | ১১ | ১৭ | ১৭ | ২৩ | ২২ | ১৬ | ১৭ | ৫ | ১৮৭ |
| আদায় | ২৩ | ১০ | ১২ | ১২ | ১৫ | ১৯ | ২৪ | ১৮ | ১৭ | ৯ | ১৬৩ |
| আদায়ের হার | ১৪২ | ৬৩ | ১০৮ | ৭২ | ৮৮ | ৮৩ | ১০৯ | ১১৩ | ১০০ | ১৭৩ | ৮৭ |
| সুবিধাভোগী | ৩৩,৯৭৭ | ৫,৪৩১ | ২,৮০৪ | ৪,২৪২ | ৩,৪৫৮ | ৫,৬৭২ | ৭,৫২০ | ৯,১৩৪ | ১৩,৫৫৪ | ১৪,৮৫০ | ১০৬,০৪৪ |
| **মোট** | | | | | | | | | | | |
| বিতরণ | ১০,৫৪৭ | ৯৩৫ | ৯৯১ | ১,৪৩৪ | ১,৬০১ | ২,০১৫ | ১,৫৩৫ | ২,৩৯৮ | ২,৩৩৩ | ১,৬৯০ | ২৪,৯১৯ |
| আদায় | ১১,৯৬৪ | ৮৮০ | ১,২৭২ | ১,৬৪৪ | ১,৫৬৯ | ১,৫৯১ | ১,৪৮৫ | ২,৩৭৪ | ১,৯৩১ | ১,৮১৯ | ২৪,৫৩৬ |
| আদায়ের হার | ১৬৯ | ৭৮ | ৯৯ | ৮৫ | ৭৩ | ৬০ | ৯৪ | ১০১ | ১০২ | ১০৮ | ৯৮ |
| সুবিধাভোগী | ৫,৫৮৪,৭৪০ | ৪৯১,৮৪৮ | ৪১৫,৭৩৬ | ৪৮৬,৮৭৫ | ৫৪২,০৮৭ | ৫৯৬,২৫০ | ৩১৫,৫১০ | ৪১৪,৯৬৭ | ৪০৯,৬৩৮ | ২৫৯,০২৯ | ১১,০০৭,২৪২ |

**উৎসঃ** সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান

### অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

তফসিলি ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। নিম্নের সারণি ১৩.১৩ তে কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

## সারণি ১৩.১৩: অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ

| ব্যাংক | সুবিধাভোগীর সংখ্যা | | | বিতরণ (ডিসেম্বর'১৩পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায় ) | আদায়ের হার (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | মহিলা | পুরুষ | মোট | | |
| আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক | ৬০৬,৮০৯ | ২৮০,০৯৭ | ৮৮৬,৯০৬ | ১,৫০১.০৫ | ৯৭.৫৪ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ২০ | ৭৪৯ | ৭৬৯ | ২৬৭.৯০ | ৯৮.০০ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড | ১,৬৫৪ | ২৭,৭৩৭ | ২৯,৩৯১ | ৭,৩৭৮.০৬ | ৯৪.৮২ |
| ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ১১৯,৫৯৭ | ৭৩৪,৬৬৬ | ৮৫৪,২৬৩ | ৮,১৯২.৪০ | ৯৯.৬১ |
| দি ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড | ৯৯৬ | ১৯,০৯৯ | ২০,০৯৫ | ২৯৪.০৪ | ৯৩.০৬ |
| বেসিক ব্যাংক লিমিটেড | ২৮৭,২৯৫ | ৬৭,৩৯০ | ৩৫৪,৬৮৫ | ৩৬৮.৪৩ | ৯৬.১৫ |
| উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড | ৬,৪৪৫ | ১২৫,৯১০ | ১৩২,৩৫৫ | ৬,১৩৮.৫২ | ৬৯.৫০ |
| পূবালী ব্যাংক লিমিটেড | ৮২,৭০৮ | ৮,৯৮৫ | ৯১,৬৯৩ | ৭৬৫.৫৩ | ১০০.০০ |
| **মোট** | ১,১০৫,৫২৪ | ১,২৬৪,৬৩৩ | ২,৩৭০,১৫৭ | ২৪,৯০৬ | ৯৪ |

**উৎসঃ** সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ।

### মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১০৯,১৪৯.৭২ কোটি টাকা ও আদায়ের পরিমাণ ৯৮,০৯১.৪০ কোটি টাকা (সারণি ১৩.১৪)। দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি টেকসই করার লক্ষ্যে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে।

## সারণি ১৩.১৪: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

| মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/বিভাগ/সংস্থা | | জুন ২০০৫-০৬ পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত) | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ (ডিসে ১৩) | ক্রমপুঞ্জিত (ডিসেম্বর, ১৩ পর্যন্ত) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অর্থ মন্ত্রণালয় | **ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (রাকাব)** | | | | | | | | | | |
| | বিতরণ | ২৪৬.৫৮ | ১৪.৯৯ | ১৭.৭১ | ১৮.০৩ | ১৮.৬১ | ২৭.৬৮ | ২৯.২২ | ৩৯.০৪ | ০.০০ | ৪১১.৮৬ |
| | আদায় | ১৮০.১৩ | ১৩.২২ | ১৪.২২ | ১৫.৭৯ | ১৭.৪ | ১৯.২৩ | ১৯.৯৫ | ৩৭.০০ | ০.০০ | ৩১৬.৯৪ |
| | হার (%) | ৭৩.০৫ | ৮৮.১৯ | ৮০.২৯ | ৮৭.৫৯ | ৯৩ | ৬৯ | ৬৮ | ৮৮.০০ | ০.০০ | ৭৭.০০ |
| পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ | **বিআরডিবি** | | | | | | | | | | |
| | বিতরণ | ৪,৬৩৮.৮২ | ৮৬২.৭৩ | ৭৯৬.০৬ | ৬৯১.১৯ | ৬৭৪.৪৪ | ৭৩৭.৭৭ | ৮৭১.৯১ | ৮১৫.০৩ | ৫৩০.৪৩ | ১০,৬১৮.৩৮ |
| | আদায় | ৩,৯৫৯.০৩ | ৮৮৭.০৭ | ৬৮০.৫২ | ৬৭৭.৫৮ | ৬৩৪.০১ | ৬৭০.৮৫ | ৭৮০.০৯ | ৭৮৯.৬৪ | ৫০৫.৭০ | ৯,৫৮৪.৫৩ |
| | হার (%) | ৮৫.৩৫ | ৯৩ | ৯৪ | ৯৪ | ৯৩ | ৯১ | ৯০ | ৯৪.০০ | ৯৫.০০ | ৯০.০০ |
| | **বার্ড** | | | | | | | | | | |
| | বিতরণ | ৮৯.৩৮ | ০.১৫ | ০.২৩ | ০.৬৬১ | ৬.৬৫১ | ৯.৯৫ | ৬.৭৭ | ১৪.৮৬ | ০.৬৭ | ১৮৯.৩০ |
| | আদায় | ৮৯.৩৮ | ০.১৪ | ০.২২ | ০.৪৩ | ৫.২৯৫ | ৬.৫৯ | ২.১৬ | ৮.৬৩ | ০.৭৮ | ১৭৯.২৯ |
| | হার (%) | ৯৯.৬৪ | ৯৬.১ | ৯৯.৯৯ | ৬৫.০৯ | ৮৬.০৮ | ৬৬.২৩ | ৩১.৯১ | ৫৮.০৮ | ১১৫.১০ | ৯৪.৭১ |
| | **আরডিএ** | | | | | | | | | | |
| | বিতরণ | ১৩.৬২ | ২.২৬ | ৩.৫৭ | ৬.১৯ | ৫.৬ | ৬.৭২ | ৬.১৯ | ৯.৫৪ | ৬.৬৮ | ৬১.৬৮ |
| | আদায় | ১২.৪৫ | ২.১৬ | ২.৬৯ | ৪.৩৮ | ৫.০৯ | ৬.২৫ | ৬.২৫ | ৮.০১ | ৬.১১ | ৫৪.৬১ |
| | হার (%) | ৯১.৪১ | ৭৪.৪৬ | ৮১ | ৮৩ | ৭৪ | ৯০.৪৫ | ৯০.৪৫ | ৯২.২১ | ৯৩.৪৩ | ৮৭.০৫ |
| মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | **মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর** | | | | | | | | | | |
| | বিতরণ | ২৩.৯৯ | ১৭.৩৮ | ৪৬.৮১ | ৪৬.৯২ | ৫৭.৬৬ | ৬২.৭৬ | - | ০.০০ | ৮৭.৫৫ | ৩৪৩.০৭ |
| | আদায় | ১৩.৩০ | ১৭.২৭ | ২৭.৬৪ | ২৫.৭১ | ৩৫.৭৬ | ৪১.৯৭ | - | ০.০০ | ০.০০ | ১৬১.৬৫ |
| | হার (%) | ৫৫.৪৪ | ৯৮ | ৬৭ | ৫৪.৮ | ৬২ | ৬৭ | - | ০.০০ | ০.০০ | ৬৬.৯৬ |

| মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/বিভাগ/সংস্থা | | জুন ২০০৫-০৬ পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত) | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ (ডিসে ১৩) | ক্রমপুঞ্জিত (ডিসেম্বর, ১৩ পর্যন্ত) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **জাতীয় মহিলা সংস্থা** | | | | | | | | | | |
| | বিতরণ | ২৯.৯৭ | ২.৯৫ | ১.৯৯ | | - | ০.০৩৬ | ২.৫৬৪ | ২.০০ | ০.৫১ | ৪০.০২ |
| | আদায় | ২৮.৮২ | ১.৭৩ | ১.২৫ | ৩.৬৪ | ০.০৩ | - | ৪.৯১৯ | ২.১০ | ১.১০ | ৪৩.৫৮ |
| | হার (%) | ৯৬.১৬ | ৫৮.৬৪ | ৫৭.৯৭ | - | - | ১০১ | ১৯১.৮৫ | ১.০৫ | ২১৪.৪৫ | ১০৪.৮৮ |
| **সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়** | **সমাজ সেবা অধিদপ্তর** | | | | | | | | | | |
| | বিতরণ | ৪৪.৫৯ | ৪১.০২ | ৬৭.৫৪ | ৭৩.১৫ | ৬৯.০৯ | ৪১.৮৬ | ২৩.৮৬ | ৫৪.৮৭ | ০.০০ | ৭৮৪.২৫ |
| | আদায় | ৪০.৩০ | ৩২.৩৩ | ৫২.৪১ | ৫৮.৪২ | ৬১.২২ | ৩৭.৭৭ | ২১.২৫ | ৪৫.৫৪ | ০.০০ | ৬৪৬.৭২ |
| | হার (%) | ৯০.৩৮ | ৭৯ | ৮১ | ৮০ | ৯১ | ৯০ | ৮৪ | ৮৮.০০ | ০.০০ | ৮২.০০ |
| **মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়** | মৎস্য অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| | বিতরণ | ২.৫০ | ০.০০ | ৪.৬৪ | ৪.৬৫ | ৪.৬০ | ৪.৮৩ | ৩০.০৯ | ৩১.২৩ | ৩১.২৩ | ৩১.২৩ |
| | আদায় | ০.০০ | ১.০২ | ২.৪৪ | ২.৫৩ | ৩.১৮ | ৩.৪০ | ১৯.৬৮ | ২১.০৭ | ২১.০৭ | ২১.০৭ |
| | হার (%) | ০.০০ | ০.০০ | ৫২.৫৯ | ৫৪.৪১ | ৬৯.১৩ | ৭০.৩৯ | ৬৫.৪০ | ৬৭.৪৭ | ৬৭.৪৭ | ৬৭.৪৭ |
| | **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর** | | | | | | | | | | |
| | বিতরণ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৬৬.৬৮ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৬৬.৬৮ |
| | আদায় | ১৯.৬৪ | ১০.৭৪ | ১৬.৭১ | ২৪.৫৯ | ৩৫.৬৮ | ৩৭.৭৩ | ৪০.২৫ | ৪২.৫৭ | ৪৪.৩৫ | ৪৪.৩৫ |
| | হার (%) | ৩৮.৫৯ | ২৫.৪০ | ৪১.৫০ | ৩৬.৮৮ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৬৬.৫১ |
| **শিল্প মন্ত্রণালয়** | **বিসিক** | | | | | | | | | | |
| | বিতরণ | ২৫.৯৪ | ১৩.৭১ | ৪.৩২ | ৪.৩২ | ৫.৭৮ | ৪.৯৯ | ৫.৮৪ | ৬.৩১ | ৪.০৩ | ২৮৪.২০ |
| | আদায় | ২৩.২৬ | ১৯.৬৭ | ১০.৫৭ | ৬.৮ | ১৩.৯২ | ৫.৮৪ | ৬.৪৬ | ৭.৯৮ | ৩.৭৫ | ২৭৫.১৭ |
| | হার (%) | ৮৯.৬৭ | ১৪৩.৪৭ | ২৪৪.৬৮ | ১৫৭.৪১ | ২৪০.৮৩ | ১১৭.০৩ | ১১০.৬২ | ১২৬.৪৭ | ৯৩.০৫ | ৯৬.৮২ |
| | **সিরোটসি ট্রাস্ট** | | | | | | | | | | |
| | বিতরণ | ৯.৭৫ | ৯.২৬ | ৮.১২ | ৭.৩৩ | ৭.৮৫ | ১০.৪৬ | ১১.০৭ | ১১.৯৪ | ৬.৯৪ | ১০২.৯৯ |
| | আদায় | ৬.৩৬ | ৮.৩১ | ৮.২২ | ৭.২৫৬ | ৮.২৪ | ৯.৯৭ | ১০.৬৫ | ১১.১৮ | ৬.৯৯ | ৯২.৭৯ |
| | হার (%) | ৬৫.২৩ | ৯০ | ৮২ | ৮১ | ১০৫ | ৯১ | ৯৩.৫৬ | ৯৩.০০ | ৬৬.০০ | ৮৬.০০ |
| **কৃষি মন্ত্রণালয়** | কৃষি ঋণ | ৪,৯৫৬.৭৮ | ৫২৯২.৫ | ৮৫৮০.৭ | ৯২৮৪.৫ | ১১১১৭ | ১২১৮৪ | ১৩১৩২ | ১৪,৬৬৭.৪৯ | ১০,১০৭.৮৫ | ৯৩,৯২০.১৬ |
| | আদায় | ৩,১৭১.১৫ | ৪৬৭৬ | ৬০০৩.৭ | ৮৩৭৭.৬ | ১০১১৩ | ১২১৪৯ | ১২৩৫৯ | ১৪,৩৬২.২৯ | ১১,১২৯.৪৫ | ৮৪,৭৫১.১২ |
| | হার (%) | ৬৩.৯৮ | ৮৮.৩৫ | ৬৯.৯৭ | ৯০.২৩ | ৯০.৯৭ | ৯৯.৭১ | ৯৪.১১ | ৯৭.৯২ | ১১০.১১ | ৯০.২৪ |
| | **তুলা উন্নয়নবোর্ড** | | | | | | | | | | |
| | বিতরণ | ০.২৬ | ০.২৯৪২ | ০.৩৩৮২ | ০.৩৪১ | ০.৪২৯ | ০.৬৪১১ | ০.৭৬৮৭ | ১.১৭ | ১.২৬ | ৯.২৬ |
| | আদায় | ০.২৫ | ০.৩১ | ০.৩৫১২ | ০.৩৫৩১ | ০.৪৫১ | ০.৬৬৭৫ | ০.৭৮২৯ | ১.২২ | ০.০০ | ৮.৩৭ |
| | হার (%) | ৯৪.৭০ | ১০৪ | ১০৪ | ৭৬.০৭ | ১০২.৫৬ | ১০৪.১২ | ১০২ | ১০৫.০০ | ০.০০ | ৯০.৩৪ |
| | **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর** | | | | | | | | | | |
| | বিতরণ | ৬৯.৭৭ | ৩৫.৩৮ | ৩১.১৫ | ১৮.৪৩ | ১.১৩ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৪৯০.২১ |
| | আদায় | ৫২.২৫ | ৩৪ | ৪৮.১৬ | ৩৭.১৭ | ০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৪০৭.৯৫ |
| | হার (%) | ৭৪.৮৯ | ৯৬ | ১৫৪.৬১ | ২০১.৬৮ | ০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| **ভূমি মন্ত্রণালয়** | বিতরণ | ০.০০ | ৫.৫ | ৮.৭৬ | ৪.৩৩ | ৪.৭২ | ৫.২৫ | ৭.৩২ | ০.৮৩ | ২.৫৪ | ১২৫.৬০ |
| | আদায় | ০.০০ | ৩.৮২ | ৫.৬ | ৩.১১ | ২.৪৫ | ৩.১৮ | ৩.৭৭ | ০.৩০ | ০.৭২ | ৯৩.৬০ |
| | হার (%) | ০.০০ | ৬৯.৪৫ | ৬৩.৯৩ | ৭১.৬৭ | ৫১.৯১ | ৬০.৫৯ | ৫১.৫ | ৩৬.১৪ | ২৮.৩৫ | ৭৪.৪৯ |
| **স্থনীয় সরকার বিভাগ** | **স্থনীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর** | | | | | | | | | | |
| | বিতরণ | ৬৫.৫৫ | ১৬.৩২ | ৩১.৯৫ | ৯৩.১৩ | ৫৭.০৪ | ৫৮.৬১ | ৪৫.৯৮ | ৭২.৮৬ | ০.০০ | ৪৪১.৪৪ |
| | আদায় | ২.৬৬ | ৯.২৮ | ২১.৮ | ৮৫.০৯ | ৪৭.৪৬ | ৫৭.০৬ | ৪৩.৩৮ | ৭০.১০ | ০.০০ | ৩৬৩.৮৯ |
| | হার (%) | ৪.০৬ | ৯৮ | ৮৪ | ৯৪.৬৩ | ৯৫.৬৬ | ৯৭.৫ | ৯৮ | ৯৮.৫০ | ০.০০ | ৯২.২৬ |
| **যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়** | **যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর** | | | | | | | | | | |
| | বিতরণ | ৬২.৮৭ | ৬০.০২ | ৬১.৭৫ | ৫১.৫২ | ৬১.০৭ | ৭০.০৩ | ৮৪.২৬ | ৮৯.৯৮ | ৫১.২১ | ১,১২২.১৭ |
| | আদায় | ৪৪.৯৮ | ৭৪.৪৬ | ৬১.১৬ | ৫৬.৩৭ | ৩৫.১ | ৬১.৫৯ | ৭০.০৫ | ৭৫.৬৪ | ৫১.২৫ | ৯৭৮.৬৮ |
| | হার (%) | ৭১.৫৪ | ১২৪.০৬ | ১০০.৬৭ | ১০৯.৪১ | ৬৯.৫৩ | ৮৭.৯৫ | ৮৩.১৩ | ৮৪.০৬ | ১০০.০৮ | ৮৭.২১ |
| **বস্ত্র ও পাট** | **তাঁত বোর্ড** | | | | | | | | | | |

| মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/বিভাগ/সংস্থা | | জুন ২০০৫-০৬ পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত) | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ (ডিসে ১৩) | ক্রমপুঞ্জিত (ডিসেম্বর, ১৩ পর্যন্ত) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মন্ত্রণালয় | বিতরণ | ৪৩.৪৯ | ৩.৩১ | ০.৬ | ০.৬৯ | ১.৫৯২ | ০.০০ | ০.০০ | ১.৮৪ | ১.৩২ | ৫৬.৩৪ |
| | আদায় | ১৭.৩৫ | ৪.০৮ | ২.৩৪ | ২.৪৭ | ২.০৮ | ০.০০ | ০.০০ | ২.৬৭ | ১.২৪ | ৩৬.৩৮ |
| | হার (%) | ৩৯.৮৯ | ৫৭.৯৫ | ৪৩.৪১ | ৮১.৬৫ | ৫৪.৯৩ | ০.০০ | ০.০০ | ১২৩.৪৩ | ১১৭.৭১ | ৬১.৬৭ |
| মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | বিতরণ | ১০.১৬ | ৮.৬ | ২.০৮ | ১.৫৮ | ৭.৩ | ৩.৯৪ | ১০.২৩ | ৩.৪০ | ০.০০ | ৫০.৮৮ |
| | আদায় | ০.৪১ | ২.৮২ | ২.৮২ | ২.৭১ | ২.৮৪ | ৫.২৫ | ৯.৮৯ | ৯.০০ | ০.০০ | ৩০.৭১ |
| | হার (%) | ৪.০৪ | ৪২ | ৪২ | ৩২ | ৪০.৪ | ৫৬ | ৬০ | ৫৯.০০ | ০.০০ | ৬০.৩৫ |
| মোট | বিতরণ | ১০,৩৩৪.০২ | ৬,৩৮৬.৩৮ | ৯,৬৬৮.২৮ | ১০,৩৭৩.৬০ | ১২,১০০.৪৪ | ১৩,২৩১.২১ | ১৪,২৬৯.৩৬ | ১৫,৮২২.৩৯ | ১০,৮৩২.২২ | ১০৯,১৪৯.৭২ |
| | আদায় | ৭,৬৬১.৭২ | ৫,৭৯৮.৪৩ | ৬,৯৬২.৮২ | ৯,৩৯২.০২ | ১১,০২৪.০২ | ১৩,১১৭.৯২ | ১৩,৪০০.৮৪ | ১৫,৪৯৪.৯৪ | ১১,৭৭২.৫১ | ৯৮,০৯১.৪০ |
| | হার (%) | ৬৫.১১ | ৯০.৭৭ | ৭২.০১ | ৯০.৫৩ | ৯০.৫৯ | ৯৯ | ৯৩.৫৬ | ১০২.৬৫ | ১০৮.৮০ | ৮৯.৯২ |